জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মডেল বাংলা

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলার সরকারের আনা প্রকল্প দেশে মডেল। স্টুডেন্টস উইকের সূচনায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বার্তা দেন এক্স-হ্যান্ডেলে

রেকর্ড ঠান্ডা

১৮ বছর পর রেকর্ড ঠান্ডা রাজ্যে। বছরের প্রথম দিনে কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ১১.৬ ডিগ্রি। দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে

তিন দশক পর আজ বিশ্ব ইজতেমা শুরু হুগলিতে

যুবভারতীকাণ্ডে টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২১৮ ● ২ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ১৭ পৌষ ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 218 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 2 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বারুইপুরে আজ সভা অভিষেকের

প্রতিবেদন : পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ, ২ জানুয়ারি বারুইপুর থেকে জনসভা শুরু করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। টানা একমাস ব্যাপী 'রণ সংকল্প' কর্মসূচিতে ঝড় তুলতে চলেছেন তিনি। বারুইপুরের পর শনিবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে জনসভা করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বেশি করে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য ব্রিগেডের আদলে বারুইপুর ফুলতলা সাগর সংঘের মাঠে তৈরি হয়েছে বিশেষ র‍্যাম্প। সভায় উপচে পড়া ভিড়ের কথা মাথায় রেখেই সবরকম ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুর ও সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা নিয়ে এই সভা।

অপশক্তির কাছে মাথা নত নয়, সংগ্রাম চলবে : নেত্রী

প্রতিষ্ঠাদিবসে জনগণের অধিকার রক্ষার শপথ

গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বরকে রক্ষা করবে বাংলার সম্মিলিত সংকল্প ও আত্মত্যাগ : অভিষেক

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের ২৯তম প্রতিষ্ঠাদিবসে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের বার্তা দিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া বার্তায় তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোনও অপশক্তির কাছে মাথা নত করবে না দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, রাজ্যবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার মধ্যে দিয়ে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস, তা স্মরণ করিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মা-মাটি-মানুষের সেবার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের আজকের দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের পথচলা শুরু হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক যাত্রাপথের মূল দিশারি দেশমাতৃকার সম্মান, বাংলার উন্নয়ন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা। আজও আমাদের দলের প্রতিটি কর্মী-সমর্থক এই লক্ষ্যে অবিচল এবং অঙ্গীকারবদ্ধ। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগকে বিনম্র চিত্তে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই।

তবে শুধুমাত্র রাজ্য নয়, দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার বার্তা দিতে গিয়ে নেত্রী লিখেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার আজ অগণিত মানুষের

আশীর্বাদ, ভালবাসা ও দোয়ায় পরিপূর্ণ। আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাথেয় করেই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য লড়াইয়ে অবিচল আমরা। কোনওরকম অপশক্তির কাছে মাথা নত নয়, সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের সংগ্রাম আজীবন চলবে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দলের তৃণমূলস্তরের কর্মীদের শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাদিবসে, আমাদের নিরন্তর সম্প্রসারিত পরিবারের প্রতিটি সদস্যের প্রতি আমি বিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধা জানাই। পরিবর্তনের জন্য একটি আন্দোলন হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, তা আজ এক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমার গভীর শ্রদ্ধা তৃণমূলস্তরের কর্মীদের প্রতি। আপনারাই এই কাহিনির রচয়িতা। আপনাদের শৃঙ্খলা, আত্মত্যাগ ও অটল বিশ্বাসই আমাদের রাজনীতির চালিকাশক্তি। যতক্ষণ আমরা আমাদের মা, মাটি, মানুষের সঙ্গে অবিচল (এরপর ১১ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আরাধনা

শরতের ওই নীল দিগন্তে
শিউলি ফুলের গন্ধ ভাসে
আবাহনীর আগমনি গানে
আরাধনা হাসে বাতাসে বাতাসে।

দেবীপক্ষ এগিয়ে আসে
সব মেতে যায় আনন্দে
ঢাক বাজে সানাই বাজে
আহ্বান সবারে সানন্দে।

সবাই মিলে আরাধনা করি
সবাই ডাকি মাকে
মা যে থাকে মায়ের আড়ালে
বাইরেটা সব আঁকি তাকে।

মায়ের মধ্যেই মন্দির মসজিদ
মা আমাদের গির্জা
তাই মাকে ঘিরেই আরাধনা
আর বাইরের সব সজ্জা।

তৃণমূলের ২৯তম প্রতিষ্ঠাদিবস। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে দলীয় পতাকা উত্তোলনে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, জয়প্রকাশ মজুমদার, দোলা সেন, মণীশ গুপ্ত, নির্মল মাজি, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ দলীয় নেতা-কর্মীরা। এদিন রাজ্যজুড়ে পালিত হয় নানা কর্মসূচি।

এসআইআর আতঙ্কে বছরের শুরুতেই মৃত ২

প্রতিবেদন : দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। আগেও ভোট দিয়েছেন। তবুও ফের প্রমাণ করতে হচ্ছে নাগরিকত্ব। বাংলার মানুষের উপর এভাবেই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এসআইআর। আর বছরের প্রথম দিনেই সেই চাপের বলি হলেন রাজ্যের আরও দুই নাগরিক। কারও নথির সমস্যা, কারও বা ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকা, সেই আতঙ্কেই বছরের শুরুতে মৃত্যু হল বাঁকুড়ার এক বৃদ্ধা ও উত্তর ২৪ পরগনার এক বৃদ্ধের। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার স্বরূপদা গ্রামের বাসিন্দা বছর ষাটেকের সুলতান সর্দার। পরিযায়ী শ্রমিক হওয়ায় (এরপর ১১ পাতায়)

সুলতান সর্দার।

রহিমা বিবি।

মৃত্যুও বিজেপির কাছে নাটক! অশ্রাব্য গালিগালাজ কৈলাসের

সাংবাদিকের পাশে থাকার সাহস নেই মিডিয়ার : অভিষেক

প্রতিবেদন : বিজেপি-রাজ্য মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে দূষিত পানীয় জল পান করে প্রাণ হারিয়েছেন ৭ জন নিরীহ মানুষ। অসুস্থ হাজারেরও বেশি। কিন্তু মৃতদের জন্য ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন শুনেই মেজাজ হারালেন মধ্যপ্রদেশের অপদার্থ বিজেপি মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক কৈলাস বিজয়বর্গীয়। অস্বস্তিকর প্রশ্ন করায় এক সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের 'নির্ভীক' সাংবাদিক অনুরাগ দ্বারীকে আশ্রব্য গালিগালাজও করেন কৈলাস। যদিও সেই সাংবাদিক দমে না গিয়ে পাল্টা বিজেপি নেতাকে অভিজ্ঞ মন্ত্রী হিসাবে শব্দচয়ন ও কথাবার্তায় 'ভদ্রতা'র পাঠ দেন। ঘটনায় সাংবাদিকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তৃণমূল সাংসদ তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ভারতে আপনার মতো আরও বেশি মানুষের প্রয়োজন— প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সাহসী ও আন্তরিক। (এরপর ১১ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
2 January, 2026 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৮ **সুকুমার সেন** (১৮৯৮-১৯৬৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে সুকুমার সেন পড়তে যান লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে গণিতে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। এর পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যসচিব, ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। তিনিই প্রথম ভারতীয় নাগরিক যিনি পদ্মবিভূষণ পান। ১৯৫২-তে ভারতের প্রথম নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়ে একটি সমস্যার মুখে পড়েছিলেন সুকুমার সেন। দেশের বহু মহিলা ভোটার নির্বাচক তালিকা তৈরির সময় নিজের নাম বলেননি, পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের বাবা, স্বামী বা ছেলের নামে। বিষয়টাকে অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। অমুকের মা বা স্ত্রীর পরিচয়-লেখা ভোটারদের তিনি তালিকা থেকেই বাদ দিয়েছিলেন। যুক্তি ছিল, পরবর্তী নির্বাচনে অন্তত ভোট দেওয়ার জন্য এই কুসংস্কার কিছুটা কাটবে। আন্তর্জাতিক ইলেকশন কমিশনের সভাপতি হিসেবে সুদানে ১৯৫৩-তে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করেন। তাই, সুদানের একটি প্রধান রাস্তা তাঁরই নামে নামাঙ্কিত। বর্ধমানের একটি রাস্তাও তাঁরই নামে নামাঙ্কিত। সুকুমার সেনের অন্য দুই ভাইও নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিখ্যাত। একজন, অশোককুমার সেন ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। আর একজন, অমিয়কুমার সেন ছিলেন চিকিৎসক, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

১৯৪৪ **শমিত ভঞ্জ** (১৯৪৪-২০০৩) এদিন মেদিনীপুরের তমলুক শহরে জন্ম নেন। চলচ্চিত্র অভিনেতা। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, গৌতম ঘোষ প্রমুখ পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। অভিনয় করবেন বলে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছিলেন। গান শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়। ছোট থেকে সুন্দর তবলা বাজাতেন। কেরামতুল্লার কাছে তালিম নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর তৃতীয় চলচ্চিত্রে আবির্ভূত হন একজন তবলাবাদক রূপেই, বলাই সেনের 'সুরের আগুন' ছবিতে ১৯৬৫ সালে। তাঁর প্রথম দু'টি ছবি 'নিশাচর' ও 'বাদশা'য় তিনি ছিলেন ভিড়ের দৃশ্যে। অনুমতির তোয়াক্কা না করে, তপন সিংহের মতো নামী পরিচালকের ঘরে ধাক্কা দিয়ে ঢুকে বলেছিলেন, "অভিনয় করতে চাই।" তপন সিংহ তাঁকে হতাশ করেননি। শমিতকে 'হাটে বাজারে' ছবিতে একজন মোটর মেকানিকের চরিত্রে নির্বাচন করেছিলেন। সুযোগ আসতেই 'ছেনো' এবং সবুজ দ্বীপের রাজায় 'কাকাবাবু' হয়ে আপামর বাঙালির হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। আসলে অভিনেতা হিসেবে তাঁর জায়গা হওয়া উচিত ছিল হলিউডের ক্লিন্ট ইস্টউড, লি ভন ক্লিফ বা ডেনজেল ওয়াশিংটনের মতো অভিনেতাদের পাশেই। কিন্তু কপালদোষে বাংলা সিনেমার প্রথম 'আধুনিক নায়ক'কে সেদিন চিনতে পারেননি কেউ। মারণ রোগের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে শেষ ছবি 'আবার অরণ্যে'তে অভিনয়ের ডাক পেয়ে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে থমকে দিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'ফ্যান্টাস্টিক!'

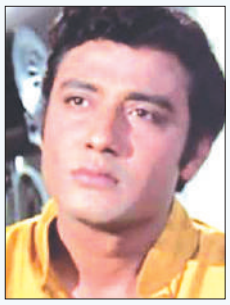

১৮৯২ **নীলরতন ধরের** (১৮৯২-১৯৮৬) জন্মদিন। প্রখ্যাত বিজ্ঞান সাধক। শিক্ষা জীবনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে প্রথম। এমএসসি-তে রেকর্ড নম্বর পেয়েছিলেন বলে ২০টি সোনার মেডেল, গ্রিফিথ পুরস্কার ও এশিয়াটিক সোসাইটির দেওয়া পুরস্কার পান। প্রথম জীবনের বিখ্যাত কাজ ইন্ডিউসড অ্যান্ড ফোটো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। মৌলিক গবেষণা পত্রের সংখ্যা ৬০০-র বেশি। ৯৪ বছর বয়সেও নাইট্রোজেন ফিকশন নিয়ে গবেষণা করেছেন। নোবেল পুরস্কার কমিটিতে রসায়ন বিভাগের অন্যতম বিচারক ছিলেন। পদ্মশ্রী দিতে চাইলে, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ দান করেছেন। শেষ সাত বছরের উপার্জন তুলে দিয়েছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে।

১৮৯৬ **খগেন্দ্রনাথ মিত্র** (১৮৯৬-১৯৭৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। 'ভোম্বল সর্দার', 'বাগদি ডাকাত', 'পাতালপুরীর কাহিনি', 'আবিষ্কারের কাহিনি'-সহ শতাধিক গ্রন্থের লেখক। তাঁর লেখা বই হিন্দি ও রুশ ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। শিশু সাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০০০ থেকে কমিয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছিল বলে সেই পুরস্কার নেননি।

১৭৫৭ **ব্রিটিশদের কলকাতা পুনর্দখল।** ২০ জুন, ১৭৫৬-তে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে নেওয়ার পরে লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়াটসন মাদ্রাজ থেকে জাহাজযোগে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসেন ও এদিন কলকাতা পুনরায় দখল করেন।

কর্মসূচি

৮০ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তারাতলার নিউ সিপিটি কলোনিতে পালিত হল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। প্রধান অতিথি ছিলেন মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

হরিপাল ব্লক তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর পক্ষে হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালের রোগীদের ফল ও মিষ্টি বিতরণ করলেন বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, ব্লক সভাপতি দেবাশিস পাঠক, জয়হিন্দ সভাপতি স্বরূপ মিত্র-সহ ব্লকের নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬০৩

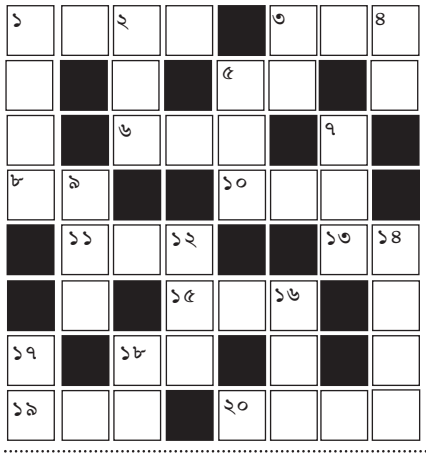

পাশাপাশি : ১. গণ্ডগোল ৩. পেশাদার নর্তকী ৫. অর্ধেক ৬. তাজা ও টাটকা ৮. নিম্নদেশ ১০. শব্দের শেষ ১১. ক্ষমার যোগ্য, ক্ষমার্হ ১৩. তটিনী ১৫. অসীম, নিঃসীম ১৮. ইজ্জত ১৯. দীপিকা—রজনী ২০. ছিনতাইবাজ।

উপর-নিচ : ১. খলিফার পদ বা পদমর্যাদা ২. মরুবিজয়ের—উড়াও ৩. বিঘ্ন, প্রতিবন্ধ ৪. পরাজিত ৫. সিংহাসন, রাজাসন ৭. মনন ৯. চিহ্ন, নির্দশন ১২. চরিত্রের স্খলন ১৪. মশালচি ১৬. চাঁদোয়া ঢাকা স্থান ১৭ কবল ১৮. আগা, ডগা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬০২ : পাশাপাশি : ২. খারাবি ৪. চমস ৬. ঢের ৭. মনেরবিষ ৮. কিনার ১০. গরিমা ১২. জনবিরল ১৩. লিগ ১৪. দারুক ১৬. কলম্ব। **উপর-নিচ :** ১. হিম ২. খাতিরদারি ৩. বিশেষ ৪. চরকি ৫. সমর ৯. নাতিবিলম্ব ১০. গলদা ১১. মালিক ১২. জমক ১৫. রুরু।

১ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৩৭০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৪৩৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩০২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩০৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৬২	৮৮.৮৬
ইউরো	১০৬.৫৯	১০৪.৩৯
পাউন্ড	১২২.১৭	১১৯.৭৮

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল

■ অজয় দেবগন, কাজল ও অন্যরা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রদীপের আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু। নাম আভারানি পাল (৬৮)। হাওড়া উত্তর ব্যাটরার রথতলার ঘটনা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ

আমার শহর

2 January, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

কল্পতরু উৎসবে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : কল্পতরু উৎসবে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, সকলকে জানাই পবিত্র কল্পতরু উৎসবের শুভেচ্ছা। প্রতিবছর পয়লা জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব পালিত হয় কাশীপুর উদ্যানবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, কামারপুকুরে। ভোর থেকেই ভক্তরা এসে হাজির হচ্ছেন।

শীতের দাপটকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভোর থেকেই কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ভিড় জমিয়েছিলেন ভক্তরা। এদিন সকাল থেকেই উদ্যানবাটিতে প্রথা অনুযায়ী শুরু হয় পুজোপাঠ। অন্যদিকে, মন্ত্রোচ্চারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। দক্ষিণেশ্বরেও ভোররাত থেকেই মন্দিরচত্বরে ভক্তদের লম্বা লাইন। বেলুড় মঠেও অগণিত ভক্তের উপচে-পড়া ভিড়।

■ কল্পতরু উৎসবে দক্ষিণেশ্বর (উপরে) ও কাশীপুর উদ্যানবাটিতে (নিচে) ভক্তদের সমাগম। বৃহস্পতিবার।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রকল্পে বাংলা এখন দেশের মডেল

প্রতিবেদন : ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার যে সমস্ত প্রকল্প এনেছে, তা যুগান্তকারী। দেশের মডেল বাংলা। বুধবার 'স্টুডেন্টস উইক'-এর সূচনায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে লেখেন, ছাত্রছাত্রীরা আগামীর ভবিষ্যৎ। আমাদের সরকার আরও বেশি করে ভবিষ্যতে তাদের পাশে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ২০২২ সাল থেকে বছরের এই প্রথম দিনটিকে আমরা 'স্টুডেন্টস ডে' হিসেবে এবং বছরের প্রথম সপ্তাহকে 'স্টুডেন্টস উইক' হিসেবে পালন করছি। দেশগঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকাকে সম্মান জানিয়েই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাঁদের জন্য, আমরা চালু করেছি বিভিন্ন স্কলারশিপ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা। চালু করা হয়েছে 'কন্যাশ্রী', 'সবুজ সাথী', 'ঐক্যশ্রী' ও সংখ্যালঘু স্কলারশিপ, 'শিক্ষাশ্রী', 'মেধাশ্রী', 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিন্স', 'তরুণের স্বপ্ন', 'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড', বিনামূল্যে স্কুলের বই, ড্রেস, জুতো, ব্যাগ— যা এখন সারা দেশের মডেল। এই সব প্রকল্পে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সব মিলিয়ে ২৭.৪৬ কোটিরও বেশি বেনিফিট পেয়েছে। এর জন্য আমাদের রাজ্য সরকার খরচ করেছে প্রায় ৫৯,০০০ কোটি টাকা। এর বাইরে রাজ্যে শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়নে আমাদের সরকার খরচ করেছে ৬৯,০০০ কোটি টাকা। ২০১১ সালের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নার্সিং কলেজ, বিএড কলেজের মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে হাজারেরও বেশি। ৭ হাজারেরও বেশি নতুন স্কুল, ২ লক্ষেরও বেশি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ। রাজ্যে বহু বাংলা মাধ্যম স্কুলের পাশাপাশি ৩৮২টি সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুল করা হয়েছে। ২০০টি রাজবংশী ও কামতাপুরী মিডিয়াম স্কুল হচ্ছে। এছাড়া, ৪ হাজারেরও বেশি ইংরেজি/ হিন্দি/ উর্দু/ নেপালি/ ওড়িয়া/ তেলুগু মিডিয়াম স্কুল চলছে। সমস্ত স্কুলে পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০০% স্কুলে মিড-ডে-মিল চালু করা হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও সংযোজন, এসবের ফলে ২০২৩ সাল থেকে রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে কোনও স্কুলছুটও নেই। এটা আমাদের বিরাট সাফল্য। এর পাশাপাশি, ভবিষ্যতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালর কথা ভেবে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে যুগোপযোগী পরিবর্তন এনেছি। নতুন নতুন বিষয়, যেমন— আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট, মেশিন লার্নিং, ডেটা সায়েন্স ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেমিস্টারও চালু করা হয়েছে। স্নাতকস্তরে ভর্তি প্রক্রিয়াকে সরলীকরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশন পোর্টাল চালু করেছি। আমি গর্ব করে বলতে পারি, আমাদের মতো করে বাংলার ছাত্রছাত্রীদের কথা আগে কেউ কখনও ভাবেনি। আগামী দিনেও ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকব।

ভুয়ো পাসপোর্ট গ্রেফতার দুই

সংবাদদাতা, বারুইপুর : বিপুল সংখ্যক ভুয়ো পাসপোর্ট উদ্ধার। গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত। এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে বারুইপুরের খাসমল্লিক এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে হানা দেয় বারুইপুর থানার পুলিশ। সেখান থেকেই বেশ কিছু ভুয়ো পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া পাসপোর্টের মধ্যে নদিয়া, বিহার, ওড়িশার বাসিন্দাদের পাসপোর্ট রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এত পাসপোর্ট তাদের কাছে কীভাবে এল, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাসপোর্টগুলি ভুয়ো কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের অনুমান, বিদেশে চাকরির টোপ দিয়ে লোকজনের পাসপোর্ট জমা রাখত তারা। বদলে টাকা তুলত তাদের কাছ থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম মেহেবুব মোল্লা ওরফে রাজ ও প্রীতম বসু। মেহবুবের বাড়ি মগরাহাট। প্রীতম নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা।

বর্ষবরণে ১৮ বছরে রেকর্ড ঠান্ডা

প্রতিবেদন : নতুন বছরের শুরুতেও অব্যাহত শীতের দাপট। ১৮ বছর পর রেকর্ড ঠান্ডা রাজ্যে। বর্ষবরণ হল স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৬ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা দিয়ে। অর্থাৎ বছরের প্রথম দিনে কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবারও একইরকমভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঘন কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে।

এদিন সবথেকে বেশি কুয়াশার দাপট ছিল পশ্চিম বর্ধমানে। মাঝারি মানের কুয়াশা দেখা গিয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে। উত্তরের চার জেলায় ঘন কুয়াশার সর্তকতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের নিচে নেমে যেতে পারে। দার্জিলিংয়ে শুক্রবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সতর্কতা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়েও। বছরের শুরুর কয়েকদিন তাপমাত্রার খুব বেশি হেরফের হবে না বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তবে নতুন একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে শুক্রবারের পর তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি বাড়লেও বড় কোনও পরিবর্তন হবে না।

বর্ষবরণের রাতে ট্রাফিক আইন-লঙ্ঘন থেকে বিশৃঙ্খলা পুলিশের জালে ১,৫৬৪

প্রতিবেদন : বর্ষবরণের রাতে কড়া হাতে শহরের নিরাপত্তা বজায় রাখল লালবাজার। উৎসবের রাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো থেকে বাইক বাহিনীর দৌরাত্ম্য রুখতে বুধবার কোমর বেঁধে শহরের রাজপথে নেমেছিল কলকাতা পুলিশ। রাতভর মোতায়েন ছিল অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। শহরের প্রায় সমস্ত বড় রাস্তাতেই ছিল কড়া নাকা তল্লাশি। সেখানেই একরাতে ট্রাফিক আইন-লঙ্ঘন থেকে বিশৃঙ্খলা-বেলেল্লাপনায় পুলিশের জালে দেড় হাজার! লালবাজার সূত্রে খবর, বুধবার বর্ষবরণের রাতে শহরে ট্রাফিক লঙ্ঘন করায় ১৩০১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আবার রাতের শহরে উচ্ছৃঙ্খলা ও বেলেল্লাপনার অভিযোগে ২৬৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও বাজেয়াপ্ত হয়েছে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি, বেআইনি মদ ও মাদকদ্রব্য। দিল্লি বিস্ফোরণের পর থেকেই শহর কলকাতার নিরাপত্তায় বাড়তি জোর দিয়েছে লালবাজার। বড়দিন থেকে বর্ষবরণ পর্যন্ত উৎসবের সপ্তাহে সেই নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করা হয়েছিল। নাকা চেকিংয়ের পাশাপাশি ভিড়ে মিশে ছিল সাদা পোশাকের পুলিশও। লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, বর্ষশেষের রাতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে মোট ১৩০১টি মামলা হয়েছে। তার মধ্যে হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোয় ৪৮০ জনকে ধরা হয়েছে। ট্রিপল রাইডিংয়ের অপরাধে ধরা হয়েছে ২৩৫ জনকে। মদ্যপ অবস্থায় ড্রাইভিংয়ের অপরাধে ধৃত ১৪৯ জন। বেপরোয়া গাড়ি চালানোয় ১৭৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য অপরাধে ধৃত আরও ২৫৯। পাশাপাশি, বর্ষবরণের শহরে নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার হয়েছে ৪ কেজি এবং ১৬.৯৫ লিটার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 January, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

নিউ ইন্ডিয়া!

বিজেপির কৈলাস বিজয়বর্গীয়। বিজেপির এই নেতাটির আচার-আচরণের সঙ্গে বাংলার মানুষ পরিচিত। বাংলার দায়িত্বে থাকার সময় নানা মন্তব্যে আর কাজে বিজেপিকে এগোনোর চাইতে পিছিয়ে দিয়েছিলেন। বিজেপি নেতাদের আসল চরিত্র কী সেটা তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। একুশের ভোটে গোহারা হারার পর কৈলাস সেই যে বাংলা ছেড়েছিলেন আর ফেরার সাহস করেননি। কৈলাস এবং তাঁর ছেলে এর আগে সরকারি আধিকারিককে ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে শিরোনামে এসেছিলেন। বিজেপি তবু তাঁর গায়ে হাত দেয়নি। বিজেপি আসলে কোন চরিত্রের মানুষকে নিয়ে তৈরি, এই ঘটনা তারই প্রমাণ দেয়। এখন কৈলাস মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী। ইন্দোরে বিষ জল খেয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসুস্থ কয়েক হাজার। ভাবুন, এটা যদি কোনও কারণে বাংলায় হত তাহলে এই বিজেপিই কী ধরনের বাঁদর নাচ নাচত। এই মৃত্যু নিয়ে এক সাংবাদিক মৃতদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। অনুরাগ দ্বারী নামে সেই সাংবাদিককে কৈলাস ক্যামেরার সামনে গালিগালাজ করেন। এরপর ওই সাংবাদিক পাল্টা সাংবাদিক কৈলাসকে ভদ্রভাবে কথা বলতে বললে বিজেপি নেতার চামচারা এগিয়ে আসে। তাতেও সাংবাদিক দমে যাননি। কিন্তু তারপরেই দেখা যায় ওই সংবাদমাধ্যম সাংবাদিকের পাশে না দাঁড়িয়ে কৈলাসকে খুশি করতে ট্যুইটটি মুছে দেয়। আর সে-নিয়েই তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিষ জলে মানুষের প্রাণ গেলেও বিজেপির কিছু যায়-আসে না। এই বিজেপির বিনাশ অনিবার্য। ট্যুইট মুছে দেওয়া নিয়ে বলেছেন, নিজেদের সাংবাদিকের পাশে না দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতাকে খুশি করছে। বিজেপির রাজত্বে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা তৃণমূল কেন বারবার বলে, তা আজ প্রমাণিত হয়েছে। এটা হচ্ছে ভারতীয় মিডিয়ায় ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের পরিণতি। এটা হচ্ছে মোদির নিউ ইন্ডিয়া। চ্যানেলের মালিক কে সেটা আন্দাজ করার জন্য কোনও পুরস্কারের প্রয়োজন হয় না।

e-mail থেকে চিঠি

‘তোদের চৈতন্য হোক’

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হয়ে ওঠার ১৪০ বছর পরও কি আমাদের আদৌ চৈতন্য হল? এই প্রশ্নটা আমদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তিনি শুধু বলেছিলেন, ‘তোদের চৈতন্য হোক।’ অর্থাৎ, ‘ভিতরের সব অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞানের আলোয় তোরা বিকশিত থাকিস। অন্যকেও আলোকিত করিস।’ ঠাকুরের দু’টি চর্মচক্ষুর কাছে সেদিন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মনমোহন, রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত, সুরেন মিত্ররা ছিলেন নিমিত্তমাত্র। আর তৃতীয় নয়ন খুলে তিনি আসলে দেখেছিলেন গোটা মানবজাতির সংকটময় ভবিষ্যৎকে। বুঝেছিলেন, এতদিন তাঁর বিলি করা আধ্যাত্মিক স্ফুলিঙ্গ দিশা দেখাতে পারে সংকটমুক্তির। সেদিন সেই স্ফুলিঙ্গে শুধু অগ্নিসংযোগ ঘটালেন ‘চৈতন্য হোক’ বলে। প্রখ্যাত মস্তিস্ক বিজ্ঞানী ডঃ সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, আমাদের সবার মধ্যেই একটা ‘তৃতীয় চক্ষু’ থাকে। যাকে মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, পীনিয়াল গ্রন্থি। দুই ভ্রুর মাঝখানে কপালের ঠিক নিচে এর অবস্থান। আর শ্রী রামকৃষ্ণর এই পীনিয়াল গ্রন্থিটি ছিল অতি সক্রিয়। অবতারদের তৃতীয় নয়ন বা পীনিয়াল গ্রন্থি তখনই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে যখন তাঁরা ভাবমুখে থাকেন। অর্থাৎ, হালকা সমাধিতে অবস্থান করেন। রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই হতো।’ নিগূঢ়ানন্দও ঠাকুর সম্পর্কে এই একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আমাদের ভেবে দেখা দরকার, কল্পতরুর প্রকৃত তাৎপর্য কী? ‘কল্পতরু উৎসব’ নিছক মনোস্কামনা পূরণ করতে চাওয়ার উৎসব নয়। চৈতন্য জাগরণে বিবেকের উদ্বোধনের উৎসব। সংখ্যালঘুদের ধর্ম, ভাবনা, আবেগের উপর তাণ্ডব চালিয়ে এই উৎসব পালন করা যায় না। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরুর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। — **সোনালি ঘোষ, কল্যাণী, নদিয়া**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

পেরিয়ে এলাম বিদ্বেষ বিষের বর্ষ এখনও আচ্ছে দিন সুদূরপরাহত

এই গ্লানিকর কলুষিত ভারতবর্ষ থেকে মুক্তি পেতে বিজেপি-মুক্ত বাংলা গড়ে বিজেপি-মুক্ত ভারত গড়ার দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া পথ নেই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥ ২০২৬-এর সূচনালগ্নে এই কথাটাই মনে করানো দরকার সকল বঙ্গবাসীকে। লিখলেন **দেবাশিস পাঠক**

মনে থাকবে ফেলে আসা বছরের টুকরো টুকরো ছবিগুলো।

২০২৫-এর বড়দিনের ছোট ছোট ঘটনাবলি।

অসমের নলবাড়ির স্কুলে বজরং দলের ধ্বজাধারী ‘গুন্ডা’দের ভাঙচুর।

ছত্তিশগড়ের রায়পুরে শপিং মলে ঢুকে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিয়ে ক্রিসমাসের সজ্জা ভেঙে তাণ্ডব।

খাস দিল্লিতে সান্তাক্লজের টুপি পরায় রাস্তার মধ্যে মহিলাদের হেনস্থা।

দেশের নানা প্রান্তে এভাবে গেরুয়া বাহিনীর তাণ্ডব চলল, অথচ প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল না! বরং পরোক্ষে প্রশ্রয় দিল!

উল্লিখিত কোনওটাই কাঙ্ক্ষিত ছবি নয়। কোনওটাই সুস্থ বাতাবরণের বার্তা নয়।

অথচ এটাই হল নতুন ভারতের নয়া বৈচিত্র্য। এখানে ঐক্যের কোনও জায়গা নেই। এবং এটাই নাকি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের আদর্শ ছবি।

অথচ একজন ব্যক্তি, যিনি এই শহর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আরএসএস ভূমিষ্ঠ হওয়ারও ৩২ বছর আগে, তিনি পাড়ার গলির মোড়ে কিংবা চায়ের দোকানের আড্ডায় নয়, একেবারে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘কোন মতবাদ অথবা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষানুভূতিই উহার মূলমন্ত্র; শুধু বিশ্বাস করা নয়, আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই— উহা জীবনে পরিণত করাই ধর্ম।’

সেই বাঙালি সন্ন্যাসী ব্যক্তিত্বকে বিশ্ব চেনে স্বামী বিবেকানন্দ বলে।

এসব কথার মানে বোঝেন ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে জোড় হাত করে নাটক করা অমিত শাহ? কিংবা তাঁর চ্যালা-চামুণ্ডার দল, যাঁরা কথায় কথায় ‘জয় শ্রীরাম’ আওয়াজ তোলে এবং ঠেলায় পড়লে ডাকাতিয়া কেতায় ‘জয় মা কালী’ স্লোগান দেয়!

এতই যাদের হিন্দুপ্রেম তারা বলুক, রাষ্ট্র নীতির কোন তত্ত্বের প্রণোদনায় তারা ওই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের ভারতীয়ত্ব নিয়ে ঘোঁট পাকায়, যার জেরে রামকৃষ্ণ মিশনের যেসব মহারাজ ৫০ বছর ধরে মিশনে আছেন, তাঁদেরকে এসআইআর-এর হিয়ারিংয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে নথি দেখাতে হয় আর হিয়ারিং শেষে আক্ষেপ করতে হয়, ‘সাধুদের না ডাকলেই ভাল হত’?

আরে ও নরেন মোদি! ও অমিত শাহ! ও কাঁথির খোকা কুভেন্দু! ও অবলাকান্ত হাফ প্যান্ট (কু) শিক্ষামন্ত্রী! আপনারা বিবেকানন্দ পড়েছেন? তাঁর বাণী জেনেছেন? হিন্দু কাকে বলে, সেটা বুঝেছেন?

জানেন আপনারা, হিন্দুর বেদ ব্যক্তিতে নয়, সমষ্টিতে বিশ্বাসী! আর আপনাদের পরম নেতা নরেন মোদি কেবল আমিত্বে বিশ্বাসী। এই ভারতে যা ভাল হয়েছে, সব তিনিই করেছেন। সব পরিষেবা তিনি দিয়েছেন। ভারতকে জগৎসভায় তিনিই নিয়ে গিয়েছেন। কাজেই স্বামীজি ঠিক কী বলে গিয়েছেন, বেদে কী লেখা রয়েছে... এসবে গা করার প্রয়োজন নেই তাঁর।

দুর্গা অঙ্গন নিয়ে ফেরেপ্পাবাজির অবস্থান আপনাদের। সংবিধানের কথা তুলে টিভিতে গোদি মিডিয়া প্রযোজিত সান্ধ্য বৈঠক গরম করার চেষ্টা?

অতই যদি সংবিধাননিষ্ঠ আপনারা, তবে বলুন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর ১২টি ডবল ইঞ্জিন রাজ্য ধর্মান্তরণ-বিরোধী আইন পাশ করিয়েছে কীভাবে?

সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারা এদেশের মানুষকে ধর্ম ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এখানে কোনও ব্যক্তি তো দূরঅস্ত, রাষ্ট্রও হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাও গেরুয়া তাণ্ডব চলছে কীভাবে, রাজ্যে রাজ্যে? সেই সেই ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে প্রশাসন হামলাকারীদের নয়, দায় চাপাচ্ছে উৎসবে যাঁরা অংশ নিচ্ছেন, তাঁদের উপর। কোন সাংবিধানিক বিচারে?

স্কুলে হামলা হল, গির্জাতেও।

সঙ্গে বাইবেল রাখলেও ‘গুন্ডাতন্ত্র’ মনে করল, এই তো ধর্মান্তরণের ছক ছিল।

জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করলে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল ছেলেমেয়েদের। কেন?

এই দুঃশাসনের দালাল শুভেন্দু, সুকান্ত, আপনারা যদি এতই বঙ্গ ও বাঙালিপ্রেমী, তবে বলুন, মুসলিম, অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাসবাদ— তিনটি প্রসঙ্গকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ময়দানে নেমেছেন কেন?

কেন বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণেই ভিন রাজ্যে হেনস্তা হতে হচ্ছে বাঙালিকে?

একাধিক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বাংলাভাষী মানুষকে ‘বাংলাদেশি’ তকমা দিয়ে হেনস্তা করেছে স্থানীয়রা, এমনকী পুলিশও। কেন?

বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে অবৈধ বা বৈধ অভিবাসী, হিন্দু হোক বা মুসলিম, আইনি পরিচয়পত্র থাকুক বা না-থাকুক, ভারতীয় হোক বা জাল পরিচয়পত্র-সহ বাংলাদেশি, বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক হোক বা বাংলাদেশি শ্রমিক— বাংলাভাষী মানেই ‘বহিরাগত’। কিন্তু এই ভাষা সন্ত্রাসের শেষ কোথায়?

এমন এক ভারত তৈরি করেছে এ নোংরা লোকগুলো, যেখানে স্রেফ সন্দেহের বশে সংখ্যালঘু মানুষকে জেলে পোরা যায়, অত্যাচার করা যায়, মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া যায়, এমনকী চাইলে জোর করে সীমান্তের ওপারেও ছুঁড়ে দেওয়া যায়। আর তাঁদের থাকার জায়গায় বিদ্যুৎ বন্ধ করে

দেওয়া, ঘরদোর ভেঙে দেওয়া তো বুলডোজাররাজের যুগে জলভাত।

দেশের নাগরিক কি না তা ভাল করে যাচাই করারও দরকার নেই, রাষ্ট্রের দেওয়া নানা কিসিমের পরিচয়পত্রকে বিশ্বাস করতেও পুলিশের বয়ে গিয়েছে।

বাংলাভাষী শ্রমিক হলেই অনুপ্রবেশকারী বলে খেয়াল খুশিমতো এমন নিপীড়ন চালাতে পারে রাষ্ট্র। অপরাধ প্রমাণ করার দরকার পড়ে না, সন্দেহ হলেই হল।

স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পেরিয়ে এমনই এক ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রের মুখোমুখি আমরা।

এই অবস্থার প্রতিরোধের একটাই উপায়।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না। ওদের রাজনৈতিক ভাবে খতম করুন।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন থেকে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-মুক্ত ভারত তৈরির শক্ত ভিত নির্মাণ করুন।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআরের শুনানিতে গ্রাহ্য হবে না আদালতের নির্দেশে বাতিল হওয়া ওবিসি শংসাপত্র। জানাল নির্বাচন কমিশন

বর্ষবরণে মহানগরী কলকাতা

ইকো পার্ক

আলিপুর চিড়িয়াখানা

অভিষেকের সভা ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনা তুঙ্গে, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন নেতৃত্ব

প্রতিবেদন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাকে কেন্দ্র করে বারুইপুরে প্রস্তুতির জন্য খামতি রাখা হয়নি। নিরাপত্তা সহ মাঠে আসা কর্মীরা যাতে সবটুকু দেখতে পান, শুনতে পান তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সভা ঘিরে বারুইপুর-সহ পুরো দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। বুধবার রাত পর্যন্ত মাঠ পরিদর্শন করে সবকিছু খুঁটিনাটি দেখে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, লাভলি মৈত্র, ফিরদৌসী বেগম, পরেশ রাম দাস, শওকত মোল্লা, জাহাঙ্গীর খান, শুভাশিস চক্রবর্তী ও একাধিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা দফায় দফায় সমন্বয় বৈঠক করেন।

বছরের শুরুতেই বারুইপুর থেকে সভা শুরু সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ব্রিগেডের পর বারুইপুরে সুবিশাল মঞ্চ-সহ ২৪০ ফুট লম্বা র‍্যাম্প তৈরি হয়েছে। বক্তব্য রাখতে রাখতে সহজেই যাতে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে পৌঁছাতে পারেন সেজন্য মূল র‍্যাম্পের দুদিকে ৯০ ফুট করে আরও দুটি আলাদা র‍্যাম্প তৈরি হয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার জন্য চলছে মঞ্চ ও র‍্যাম্প তৈরির কাজ। খতিয়ে দেখছেন নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার।

তৃণমূলের তোলা অভিযোগই সঠিক পদত্যাগেই প্রমাণ করলেন অনিকেত

প্রতিবেদন : আরজি কর-কাণ্ডে বিচারের নামে সাধারণ মানুষের কোটি-কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছিল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের বিরুদ্ধে। এবার সেই একই অভিযোগ তুলে বোর্ড অফ ট্রাস্টের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন ডাঃ অনিকেত মাহাতো। জেডিএ-র এগজিকিউটিভ কমিটি তৈরি নিয়ে অনিকেতের অভিযোগ, আইনি পরামর্শ উপেক্ষা করে ট্রাস্টের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থির না করেই যেভাবে এই কমিটি তৈরি হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ 'অগণতান্ত্রিক'। এর সঙ্গে নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বারবার আপত্তি জানিয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়ার দাবি জানালেও তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। জেডিএ থেকে অনিকেতের এই পদত্যাগকে নৈতিক জয় হিসেবে দেখছে জুনিয়র ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের কোঅর্ডিনেটর ডাঃ সৌরভ দাস জানিয়েছেন, খুশির খবর। আমাদের জন্য নৈতিক জয়। জেডিএ এতদিন ধরে যে অভিযোগ করেছে, সেই একই অভিযোগ তুলে জেডিএ থেকে পদত্যাগ করেছেন অনিকেত মাহাতো। প্রথমদিন থেকে জেডিএ-র মধ্যে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে। ১০০ জনের মধ্যে যে ২০ জন শীর্ষস্তরে রয়েছেন, তাঁরা বাম-অতিবামের পার্টি অফিস থেকে আসা নির্দেশ পালন করেছেন। ওরা কখনওই সিস্টেমের পরিবর্তন করতে আসেনি, ওরা ক্ষমতা দখল করতে এসেছিল। সেইসব অভিযোগ আজকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার রুখতে পরিকল্পনা রাজ্যের

প্রতিবেদন : অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার রুখতে নতুন বছরের শুরুতেই 'স্টেট অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাকশন প্ল্যান' চালুর পথে রাজ্য সরকার। আগামী ৯ জানুয়ারি স্বাস্থ্য দফতর-সহ একাধিক দফতরের পদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকে রাজ্যস্তরের অ্যাকশন প্ল্যানের খসড়া চূড়ান্ত হতে পারে। গত এক বছর ধরে অ্যান্টিবায়োটিক তথা অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স রুখতে সক্রিয় হয়েছে রাজ্য। কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিকের নির্বিচার ব্যবহার মানুষের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। হাসপাতালের ইনডোর, আউটডোর, সিসিইউ ও আইসিইউ-তে কোন অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে ব্যবহার করা যাবে এবং কোনগুলির ব্যবহারে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ জরুরি, তা নিয়েও স্পষ্ট নির্দেশিকা রাখা হয়েছে রাজ্যের প্রস্তাবিত নীতিতে। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য, পরিবেশ-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে এই ক্ষেত্রগুলিতে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ভিত্তিতেই রাজ্যের সামগ্রিক অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। স্বাস্থ্য দফতরের এক কর্তা জানান, মানবস্বাস্থ্য, পশুপালন, মৎস্যচাষ ও পরিবেশ, সব ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। এক জায়গায় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে অন্য ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। তাই 'ওয়ান হেলথ' দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজ্যস্তরে সমন্বিত অ্যাকশন প্ল্যানের প্রয়োজন ছিল। নতুন পরিকল্পনায় নজরদারি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ স্লিপার পরিষেবা কেন ভোটের আগে, উঠছে প্রশ্ন

প্রতিবেদন : হঠাৎ ভোটের আগে হাওড়া-গুয়াহাটি রুটে বন্দে ভারত স্লিপার চালানোর কথা ঘোষণা করে বাংলার মন জয়ের ব্যর্থ চেষ্টা কেন্দ্রের। ভোটমুখী এই পরিকল্পনাকে কার্যত উড়িয়ে দিল তৃণমূল। তৃণমূলের সাফ কথা, বিধানসভা ভোটে কব্জে পাবে না জেনেই ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি শুরু করেছে মোদি। ভোটের আগে বাংলার আমজনতার মন কেনার চেষ্টায় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালানোর কথা জানাল রেলমন্ত্রক। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, আগেই হওয়া উচিত ছিল। এখন ভোটের মুখে এসে করছে। এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ট্রেন চালু হওয়ার পর স্লিপার চালু হয়। কিন্তু রেলমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'দফায় বাংলাকে যা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা রেল-বিপ্লব। একলাখি-বালুরঘাট, দিঘা-তমলুকের মতো আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কোচবিহার থেকে শুরু করে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা পর্যন্ত সারা বাংলাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি তা ধরে রাখতে পারেনি। ওঁদের মুখে পরিষেবার কথা মানায় না। সাংসদ মালা রায় বলেন, এতদিন কেন এই রুটে বন্দে ভারত স্লিপার চালানো হয়নি? সামনে ভোট আসছে তাই রেলের এই উদ্যোগ। বিজেপি ও মোদি সরকার ভুল করছে। এই ভাবে লোভ দেখিয়ে বাংলার মানুষের মন পাওয়া যাবে না।

হোমগার্ড খুনে গ্রেফতার এসআই

প্রতিবেদন : ক্যানিংয়ে মহিলা হোমগার্ডের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার এসআই! শুক্রবার ক্যানিং থানার পিছনের পুলিশ কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হয়েছিল বছর বাইশের হোমগার্ড গুলজান পারভিন মোল্লা ওরফে রেশমি-র ঝুলন্ত দেহ। তারপর থেকেই মৃতার পরিবার খুনের অভিযোগ তুলেছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সিট গঠন করে তদন্তে নেমেছিল পুলিশ। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন অভিযুক্ত সাব-ইন্সপেকটর সায়ন ভট্টাচার্য। অবশেষে বুধবার স্বরূপনগর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আহত ২৬ জন

সংবাদদাতা, বকখালি: নববর্ষে পিকনিক করতে গিয়ে পর্যটক সহ নয়ানজুলিতে পড়ল গাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংগ্রামপুর এলাকা বকখালি যাওয়ার সময় হঠাৎই পর্যটকদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। আহত হন কমপক্ষে ২৬ জন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।

বিধায়ককে তলব

সংবাদদাতা, হাওড়া : এসআইআর শুনানিতে এবার ডাক পড়ল দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়ক ও হাওড়া জেলা(সদর) মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরির। তিনি জানান, তাঁর হাওড়ার বাড়িতে বিএলও গিয়ে শুনানির ওই নোটিশ দিয়ে এসেছেন। নোটিশ পেয়ে হতবাক বিধায়ক বলেন, হয়রানি করতে ভোটারদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে।

কাউন্সিলর মৌসুমী দাসের উদ্যোগে ৯৩ নং ওয়ার্ডে ৫৮ জন বিএলএকে সংবর্ধনা ও ২৫০ জন দুস্থকে কম্বল বিতরণ। ছিলেন দেবাশিস কুমার-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব।

শিবপুরে ২৮ ফুটের কেক কেটে দলের প্রতিষ্ঠাদিবস পালন। ছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, যুব নেতা কৈলাস মিশ্র, মহেন্দ্র শর্মা-সহ অন্যরা।

হাসনাবাদে প্রতিষ্ঠাদিবসে রক্তদান শিবির। ছিলেন রফিকুল ইসলাম, আখের আলি-সহ অন্যরা।

তপসিয়া রোডে পুরনো তৃণমূল ভবনে প্রতিষ্ঠাদিবস পালন। ছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার-সহ অন্যরা।

রাজ্য
2 January, 2026 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তরপাড়া হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণে তৃণমূল নেতৃত্ব

একাধিক মানবিক কর্মসূচিতে রাজ্য জুড়ে পালন তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবস

■ খড়দহে পতাকা উত্তোলনে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সায়নদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ টালিগঞ্জে দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনে অরূপ বিশ্বাস।

■ ৯০ নম্বর ওয়ার্ডে রক্তদান শিবিরে সুব্রত বক্সি, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

■ ৩০ নং ওয়ার্ডে শুভেচ্ছা বিনিময়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন সমাদ্দার।

■ বসিরহাটের সভায় বক্তা বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ গোবিন্দ আড্ডি রোডে কৃতী পড়ুয়াদের সামগ্রী প্রদানে ফিরহাদ হাকিম।

■ নিউ বারাকপুর বয়েজ হাইস্কুলের বর্ষপূর্তিতে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

■ বিমানবন্দরে আইএনটিটিইসি'র সভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ বিধাননগরে শীতবস্ত্র বিতরণে সুজিত বোস।

■ বারুইপুরে রক্তদান শিবিরে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ অশোকনগরে বস্ত্রদানে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।

■ নির্মল হৃদয়ের আবাসিকদের খাবারের প্যাকেট দেন দেবাশিস কুমার।

■ ৩৮ নং ওয়ার্ডে নতুন বছর পালনে কাউন্সিলর সাধনা বসু, সমীর ঘোষ-সহ অন্যরা।

■ ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরমাতা অলকানন্দা দাশ ও ডাঃ অলোক দাস-সহ নেতৃবৃন্দ।

■ বিধাননগরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে পতাকা উত্তোলনে কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

■ উলুবেড়িয়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ মন্ত্রী পুলক রায়। ছিলেন দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ গিরিশ পার্কে কম্বল বিতরণে সঞ্জয় বক্সি, সৌম্য বক্সি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চৌপথিতে কেক কেটে উদযাপন দলীয় কর্মীদের

আমার বাংলা

2 January, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার

মানবিক কর্মসূচিতে রাজ্যজুড়ে পালন তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবস

মালদহের মালতীপুরে শীতবস্ত্র প্রদানে আবদুর রহিম বক্সি।

ঝাড়গ্রামে দলীয় পতাকা উত্তোলনে মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা। আছেন দুলাল মুর্মু, চিন্ময়ী মারান্ডী প্রমুখ।

শিলিগুড়িতে দলের হাত শক্ত করার ডাক গৌতম দেবের।

মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ও তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে জাগোবাংলার মঞ্চ থেকে কেক কেটে পালন করা হল তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবস।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবসে কৃষ্ণনগর শহর তৃণমূল সভাপতি সৌমাল্য ঘোষ সদর হাসপাতালের রোগীদের হাতে ফল-মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিলেন।

মাথাভাঙার চৌপাথিতে দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ালেন দলীয় কর্মীরা।

রায়গঞ্জে উদযাপনে দলীয় কর্মীরা।

ইসলামপুরে দলীয় পতাকা উত্তোলনে কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাদিবসে সিউড়ি শহরে পদযাত্রা হল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরির নেতৃত্বে।

গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পেটবিন্ধি অঞ্চল তৃণমূলের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি শংকরপ্রসাদ দে-সহ তৃণমূল কর্মীরা।

আমার বাংলা
2 January, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃণমূলে যোগদান

বিজেপিতে ভাঙন। বছরের প্রথমদিনেই ময়নাগুড়ির চূড়াভাণ্ডারে তিন পরিবার যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। বৃহস্পতিবার যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রামমোহন রায়। ছিলেন, চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপ রায় সহ স্থানীয় অন্যান্য নেতৃত্ব।

নেতা খুন, ধৃত ২

বিজেপির গুন্ডাদের হাতে খুন তৃণমূল নেতা। বুধবার রাতে রায়গঞ্জের ঘটনা। নিহত নেতা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ-সভাপতি নব্যেন্দু ঘোষ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হলে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। রায়গঞ্জের মোহনবাটি বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাড়ির কাছেই বর্ষবরণের রাতে ওই নেতার ওপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের অভিযোগ, বিজেপির গুন্ডারা হামলা চালিয়েছে।

যুব কমিটি ঘোষণা

শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস (সমতল) এবং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস (সমতল) ও জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। সমতল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রেওয়াল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নতুন কমিটির তালিকা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের নির্দেশে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস (সমতল)-এর নতুন কমিটিও গঠিত হয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত ৪

বছরের প্রথমদিনেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নয়ানজুলিতে পড়ে গেল গাড়ি, গুরুতর আহত চার যুবক। বুধবার ময়নাগুড়ির ঘটনা। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ দুটি অ্যাম্বুল্যান্স পিঠিয়ে দ্রুত আহতদের উদ্ধার করেন। কীভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহতদের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকিদের চিকিৎসা চলছে।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই রেকর্ড, সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি রসিকবিলে

রৌনক কুণ্ডু • কোচবিহার

নতুন বছরের প্রথম দিনে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি। প্রথম দিনে উপচে পড়া ভিড় রসিকবিল মিনি-জু পর্যটন কেন্দ্রতে। ১৫ হাজার পর্যটক ভিড় একদিনে। বন দফতর সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এডিএফও বিজন কুমার নাথ বলেন, এবছরও রেকর্ড ভিড় হয়েছে রসিকবিলে। ১৫ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে বছরের প্রথম দিনে। বছরের প্রথম দিনে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে রসিকবিল মিনি জু পর্যটন কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড় পর্যটকদের। সারা বছরের ক্লান্তি শেষে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে একেবারে হাতের নাগালে এই পর্যটন কেন্দ্রে ঘুরতে আসেন পর্যটকরা। কিন্তু অন্যান্য দিনের তুলনায় বছরের প্রথম দিনটিকেই পর্যটকরা বেছে নেন।

কোচবিহার জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্য অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হল অসম বাংলা সীমান্তের তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের এই রসিকবিল মিনি জু পর্যটন কেন্দ্র। শুধু কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই নয়, পার্শ্ববর্তী জেলা আলিপুরদুয়ার

বছরের প্রথম দিন প্রায় ১৫ হাজার পর্যটক ছিলেন।

এমনকী পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমের বহু মানুষ এই পর্যটন কেন্দ্রে আসেন। গত দু'বছরের তুলনায় এবছর নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এই রসিকবিল মিনি-জু পর্যটন কেন্দ্রটি। এখানে রয়েছে চিতাবাঘ, ময়ূর, ঘড়িয়াল, মেছো বিড়াল, হরিণ, অজগর সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ছাড়াও রয়েছে, সেলফি জোন, ঝুলন্ত ব্রিজ এবং সর্বোপরি সবুজ বনাঞ্চল। তাই বছরের শুরুতেই সবুজের আবহাওয়া গায়ে মাখতে হাজির হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। তবে পর্যটন কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য টিকিট কেটে ভেতরে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলছে পর্যটকদের। বনভোজনের কোনও অনুমতি এখনও দেওয়া হয়নি বন দফতরের পক্ষ থেকে। গত বছরের বছরের নববর্ষের প্রথম দিন ১৫ হাজারের বেশি পর্যটক ভ্রমণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন তুফানগঞ্জের রসিকবিল মিনি জু-কে। রাজ্যের মধ্যে এটাই ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর চেয়ে বেশি শুধুমাত্র কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন পর্যটকরা। তাই পর্যটকদের টানতে কোনও খামতি রাখেনি জু-কর্তৃপক্ষ। পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে গোটা রসিকবিলকে। এছাড়াও শিশুদের মন কাড়তে স্টোন পেন্টিংয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ছবি ও মূর্তি। তৈরি করা হয়েছে সেলফি জোন। ঝুলন্ত সেতুতে যাতে একসঙ্গে বেশি ভিড় না হয়, তার জন্য বিকল্প উপায় সেখানে বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। বেশি ভিড় হলে সেটা যে 'ওয়ান ওয়ে' করে দেওয়া হবে, সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

রাজকুমার সাহা, নৃপেন্দ্র নারায়ণ বর্মন-সহ পর্যটকদের দাবি, আরও বেশি পরিমাণ যদি পশুপাখি আনা যায় যেমন— গন্ডার, হাতি এগুলো আনলে পরে আরও বেশি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়বে। এবছর রসিকবিলের ঝিলে দেখা গেছে নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, রসিকবিলে পর্যটকদের এই ভিড়ে আমরা উচ্ছ্বসিত।

বিশ্বকে জানতে হাতিয়ার বই : সিদ্দিকুল্লাহ

উদ্বোধনে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি, গোলাম রব্বানি, কানাইয়ালাল আগরওয়াল প্রমুখ।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: স্মার্ট ফোনে আটকে থাকলে চলবে না, বিশ্বকে জানতে বইমুখী হতে হবে নতুন প্রজন্মকে। এই বার্তা দিয়েই বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জে উত্তর দিনাজপুর বইমেলার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি। এদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ইসলামপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা অংশগ্রহণ করে। পরে ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় বইমেলার। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, বিধায়ক আব্দুর করিম চৌধুরি, মিনহাজুল আরফিন আজাদ, পুরচেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল-সহ বিশিষ্টজনেরা। জেলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রকাশনীর প্রায় ৯০টি স্টল রয়েছে এই বইমেলায়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে সেমিনার, আলোচনাসভা-সহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান। আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা।

কাঁঠাল গাছের মগডালে চড়ে বসল চিতাবাঘ!

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: বর্ষবরণের বিকেল। চারিদিক উৎসবমুখর। দিনের কাজকর্ম সেরে ছাদে শুকোতে দেওয়া কাপড়-জামা তুলতে গিয়েছিলেন মহিলা। তড়িঘড়ি বাকি কাজ সেরে শামিল হতে হবে বছরের প্রথম দিনের আনন্দে। হঠাৎ পাখিদের অতিরিক্ত কোলাহলে সন্দেহ হয়। বাড়ির উঠোনে থাকা কাঁঠাল গাছে তাকিয়ে দেখতেই রীতিমতো ভিরমি খেলেন মহিলা। দেখেন কাঁঠাল গাছের মগডালে বসে লেজ দোলাচ্ছে মস্তবড় চিতাবাঘ! বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের বারোবিশার ঘটনা। এলাকার বাসিন্দা প্রণয় ঘোষের বাড়ির কাঁঠাল গাছের মগডালে দেখা মেলে ওই লেপর্ডের। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে লেপার্ডের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থালে আসেন ভলকা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রভাত বর্মন। তবে খবর ছাপা পর্যন্ত ওই চিতাবাঘটিকে চেষ্টা করেও নামানো যায়নি। পুরো বাড়ি ঘিরে রেখেছেন বনকর্মীরা। বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। ভয়ের কারণ নেই বলেও আশ্বস্ত করা হয়েছে।

পাতার আড়ালে লেপার্ডের লুকোচুরি।

জলদাপাড়ায় বাড়ল গন্ডার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : গন্ডারের সংখ্যা বাড়ল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে। বছরের প্রথমদিন বৃহস্পতিবার জন্ম নিল একটি একশৃঙ্গ গন্ডার শাবক। জাতীয় উদ্যানে হাতির ওপর চড়ে নিয়মিত টহল দেওয়ার সময়, টহলদারি দল নবজাতক ওই গন্ডার শাবকটিকে দেখতে পায়। জাতীয় উদ্যানের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি নবজাতক গন্ডারকে পদ্ধতিগতভাবে নথিভুক্ত করা হয়, গণনা করা হয় এবং নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এটি শাবক এবং মা গন্ডার উভয়েরই সময়মতো সুরক্ষা, সুস্থতা এবং নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের বিষয় নিশ্চিত করে। বিগত শুমারিতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি, এই উদ্যানের পরিবেশ ও সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের ইতিবাচক দিকটিকেই তুলে ধরেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

2 January, 2026 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার

বর্ষবরণের আলোয় সাজল বর্ধমান

বছরের প্রথম দিনেই দিঘার জগন্নাথধামে প্রায় দুই লক্ষ পর্যটক ও ভক্তের ঢল নামল

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

রাতভর ডিজে পার্টি। এরপর সকাল হতেই বছরের প্রথম দিনে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের হাওয়া গায়ে মাখতে দিঘার জগন্নাথধামে কাতারে কাতারে ভক্তের ঢল নামল। বছরের প্রথম দিনেই দিঘার অন্যতম আকর্ষণ জগন্নাথধামে কার্যত লক্ষ ছাড়িয়ে গেল উপস্থিত ভক্তের সংখ্যা। রাত পর্যন্ত ভক্তদের জন্য এদিন মন্দিরের দ্বার খোলা রাখা হয়। সকাল থেকে রাত জনসমুদ্রের আকার নেয় জগন্নাথধাম। জগন্নাথধাম ট্রাস্ট সূত্রে খবর, এদিন বিকেল ৪টে পর্যন্ত জগন্নাথধামে ভক্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। রাত পর্যন্ত সংখ্যাটা প্রায় ২ লক্ষের কাছাকাছি। মানুষের উদ্দীপনার কথা ভেবেই বছরের প্রথম দিনে রাত্ পর্যন্ত খোলা রাখা হয় প্রবেশদ্বার। বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজনও হয়। দুপুরে ছাপান্ন ভোগে ছিল বিশেষ বিশেষ পদ। সন্ধে থেকে শুরু হয় বিশেষ কীর্তন। কীর্তনের তালে পা মেলান অনেক ভক্তই। নতুন বছরের প্রথম দিনে বাড়তি ভক্তের সমাগমের কথা ভেবে কর্তৃপক্ষের তরফে এদিন অতিরিক্ত ভোগেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক ভক্তের জন্য এদিন বিশেষ গজার ব্যবস্থা করেন কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও দুপুরে রাজভোগের জন্য বুধবার রাত থেকেই কুপন কাটার হিড়িক পড়ে যায়। নতুন বছরের উৎসবের আমেজে কদিন আগে থেকেই গোটা জগন্নাথধাম রঙিন আলোয় সেজে ওঠে। এদিন অতিরিক্ত লেজার লাইট যুক্ত করা হয়। পাশাপাশি সামনেই অবস্থিত নেচার পার্কেও ছিল ভিড়। অতিরিক্ত ভিড়ের আশঙ্কায় আগেই পুলিশের তরফে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় গোটা জগন্নাথধামে। এছাড়াও উৎসবের তাল যাতে না কাটে সেজন্য গোটা চত্বরে লাগানো হয় অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরা এবং সঙ্গে ছিল ড্রোনে নজরদারির ব্যবস্থাও। জগন্নাথধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমণ দাস বলেন, সকালে সাড়ে ছটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এক লক্ষের বেশি ভক্তের সমাগম হয়েছে জগন্নাথধামে। রাতে প্রায় ২ লক্ষ ছুঁয়ে যায়।

বছরের প্রথম দিনে দিঘার জগন্নাথধাম দর্শনের লাইনে কাতারে কাতারে মানুষ।

দলের প্রতিষ্ঠা দিনেই তাহেরপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন্ন জনসভার স্থানে প্রস্তুতিপর্ব দেখে যান নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা প্রমুখ।

বর্ধমানে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৩, গুরুতর জখম ১

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মুম্বইয়ে কর্মরত ছেলেকে কলকাতায় ফ্লাইট ধরার জন্য পৌঁছে দিতে যাওয়ার পথে গ্যাস ট্যাঙ্কারের পিছনে চার চাকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত ৩,আহত ১। ১৯ নং জাতীয় সড়কের জোতরাম এলাকার ঘটনাস্থলে শক্তিগড় থানার পুলিশ পৌঁছয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত সেখ মহম্মদ মোরশেদ (৫৫), রেজিনা খাতুন (৫১) ও সেখ শাহনওয়াজের বাড়ি দুর্গাপুর সিটি সেন্টার এলাকায়। তাঁরা সেখ শাহনওয়াজকে কলকাতায় ফ্লাইট ধরার জন্য পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। জোতরামের কাছে কলকাতামুখী গ্যাস ট্যাঙ্কারের পিছনে তাঁদের চার চাকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারায় গাড়িতে থাকা চালক-সহ ৪ জনই গুরুতর জখম হন। তাদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ৩ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক গাড়িচালক সাহেব মুন্সী চিকিৎসাধীন।

বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পিকনিক গিয়ে বন্ধুর জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজেই জলে তলিয়ে গেল যুবক। ঘন্টাখানেক পর উদ্ধার হয় দেহ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কাঞ্চননগর চণ্ডীতলায়। মৃত যুবকের নাম দীপঙ্কর শীল (৩৩)। বাড়ি রথতলা পুরাতন কলোনি এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চণ্ডীতলা এলাকায় ডিভিসির সেচখালের পাশে নববর্ষে পিকনিক করতে যায় স্থানীয় কয়েকজন যুবক। দুপুরে বিজয় দাস নামে একজন স্নান করতে নামে। কিছুক্ষণ পর তাকে জলে তলিয়ে যেতে দেখে উদ্ধার করার জন্য জলে নামে দীপঙ্কর শীল। এরপর বিজয় কোনও রকমে উঠে এলেও নিজেই জলে তলিয়ে যান দীপঙ্কর। প্রায় এক ঘণ্টা পর সেচখাল থেকে দীপঙ্করকে উদ্ধার করে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জেলায় জেলায় তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবসে বিশেষ কর্মসূচি

রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের বাংলাকে রক্ষা করার শপথ নিলেন কর্মীরা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে ২৯ বছরে পা রাখল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত তৃণমুল কংগ্রেস। পানাগড়ে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পালিত হল দলের প্রতিষ্ঠা দিবস। দলীয় পতাকা উত্তোলন থেকে শিশু-কিশোরদের মিষ্টিমুখ করানো হল। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আজ দলের ২৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন সিপিএমের অত্যাচার রুখতে এবং তাদের উৎখাত করতে দল গড়ে বাংলাকে শাপমুক্ত করেছিলেন। আজ সারা দেশে বিজেপির শাসনে মানুষ যখন অত্যাচারিত, দেশকে বিজেপিমুক্ত করার ডাক দিয়েছেন তিনি। সবাইকে শপথ নিতে হবে বিজেপির হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করে ফের ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ থেকে মুক্ত করতে হবে।

পানাগড়ে প্রতিষ্ঠাদিবসে সপরিবার তৃণমূল কর্মীরা।

বিধানসভা জয়ের লক্ষ্যে শপথ নিলেন ট্যাক্সি ইউনিয়ন সদস্যরা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্য সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলেন পুরুলিয়া জেলা ম্যাক্সি ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্যরা। দলীয় পতাকা উত্তোলন ও কর্মীদের মধ্যে লাড্ডু বিতরণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত বলেন, প্রায় পঁচিশ বছর ধরে জেলার ম্যাক্সি ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নিয়মিত এই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে আসছে। সংগঠনের এই ধারাবাহিকতা ও ঐক্য আগামী দিনে দলের শক্তি আরও বাড়াবে বলে তিনি আশাবাদী। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেখ জুবের বলেন, এই সংগঠনে ম্যাক্সি ট্যাক্সি ও টোটোচালকদের পাশাপাশি স্থানীয় হকার্স ইউনিয়নের সদস্যরাও যুক্ত রয়েছেন। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে তাঁরা প্রতিজ্ঞা নেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়ী করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠানে পরিবহণ শ্রমিকেরা।

নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পর্যটকদের ঢল অযোধ্যা পাহাড়ে

সংবাদদাতা পুরুলিয়া : ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে দলে দলে পর্যটকদের সমাগমে জমজমাট হয়ে উঠল পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়। বর্তমানে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে এই জেলায়। সকালবেলায় চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা থাকছে। তবে বেলা বাড়তেই রোদ ঝলমলে আকাশ মন কেড়ে নিচ্ছে পর্যটকদের। শীতের আমেজ উপভোগ করতে বহু পর্যটক পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে হাজির হন অযোধ্যা পাহাড়ে। আপার ড্যাম, মার্বেল লেক, বামনি ফলস-সহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ছিল পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়। পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খল পিকনিকের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে স্থানীয় প্রশাসন। দুর্ঘটনা এড়াতে পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে মোতায়েন ছিল বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ। প্রশাসনের এই তৎপরতায় পর্যটকদের মধ্যে স্বস্তি লক্ষ্য করা যায়। হাওড়ার এক পর্যটকের কথায়, সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছে প্রশাসন। তবে ঝরনায় নামার রাস্তাগুলি আরও ভাল করে মেরামত হলে সুবিধা বাড়ত। পর্যটকদের আগমনে খুশি পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্তরাও। ভাল ব্যবসা হওয়ায় তাঁদের মুখে হাসি ফুটেছে। অন্যদিকে লহরিয়া সুন্দরী অযোধ্যা পর্যটন সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের পরিষেবা দিতে কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি রাখা হচ্ছে এবং স্থানীয় প্রশাসনও সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছে।

মার্বেল লেকের ধারে পর্যটকদের গাড়ির ভিড়।

আমার বাংলা
2 January, 2026 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রচার-টোটো চালিয়ে জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতির সূচনা

ব্লকে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের পাঁচালি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিকে ত্বরান্বিত করতে এবং রাজ্য সরকারের গত ১৫ বছরের উন্নয়নকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় তৈরি 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচির অংশ হিসেবে অভিনব কর্মসূচি নিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার আড়ষা ব্লকের সিরকাবাদ অঞ্চলে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরতে 'উন্নয়নের পাঁচালি' ব্যানার লাগানো সুসজ্জিত টোটোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র পুরুলিয়া জেলা সভাপতি উজ্জ্বল কুমার। উদ্বোধনের পর নিজেই টোটো চালিয়ে প্রচারের সূচনা করেন তিনি। জানা গিয়েছে, এই টোটোটি আগামী দিনে ব্লকের বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে ঘুরে সরকারের জনমুখী প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নের খতিয়ান সাধারণ মানুষের সামনে পৌঁছে দেবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন সিরকাবাদ অঞ্চলের প্রধান সন্তোষ রাজওয়ার, জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক ত্রিলোচন মাঝি, জেলা সম্পাদক নিত্যানন্দ গোস্বামী, জেলা সদস্য কার্তিক মণ্ডল, অঞ্চল সভাপতি নবকিশোর মাহাত-সহ তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক। কর্মসূচিকে ঘিরে দলের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল লক্ষণীয়। নেতৃত্বের দাবি, 'উন্নয়নের পাঁচালি' নিয়ে প্রচার সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের কাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নিজেই টোটো চালিয়ে প্রচার কর্মসূচির সূচনা করলেন উজ্জ্বল কুমার।

তৃণমূল নেতার প্রয়াণে শোক জানিয়ে বার্তা অভিষেকের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম ব্লকের আগুইবনি অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সদস্য জগদীশ মাহাতর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। দীর্ঘদিন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে বুধবার রাতে বিরিহাড়ি এলাকায় নিজের বাড়িতে মাত্র ৪২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। উল্লেখ্য, একসময় মাওবাদীদের ডেরা হিসেবে পরিচিত জঙ্গলমহলের বিরিহাড়ি এলাকায় দুর্গাপুজো চালুর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন জগদীশ মাহাত। এলাকার সামাজিক ও সাংগঠনিক কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রয়াত নেতার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্রই বৃহস্পতিবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। এলাকার তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত-সহ তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়ি গিয়ে প্রয়াত নেতার মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তাঁরা।

প্রয়াত ঝাড়গ্রামের তৃণমূল নেতা জগদীশ মাহাত।

দলের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রবীণ কর্মীদের সম্মান বিধায়কের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের সরপি গ্রামের তৃণমূলের একেবারে জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সঙ্গে থাকা দলের প্রায় ১০০ প্রবীণ কর্মী-সমর্থককে সম্মাননা জানালেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি হয় সরপি মোড়ে। বিধায়ক ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শতদীপ ঘটক, সুজিত মুখোপাধ্যায়, চুমকি মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ মণ্ডল-সহ ব্লক নেতৃত্ব। প্রবীণ এক কর্মী বলেন, জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল করছি, কিন্তু এই প্রথম এমন বিধায়ক পেয়েছি। যিনি ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে ফের জয়ী হয়ে ফিরে আসুন চাই। বিধায়ক বলেন, পুরনো দিনের তৃণমূল কর্মীরা আমাদের সম্পদ। তাঁদের আশীর্বাদ পাথেয় করেই পথ চলতে। তাঁদের শ্রম-রক্তে আজকের তৃণমূল কংগ্রেস পরিণত।

প্রবীণ কর্মীকে শ্রদ্ধা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর।

পুইনানে আজ শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমা

নাজির হোসেন লস্কর

আজ শুরু হচ্ছে হুগলি দাদপুরের পুইনানে বিশ্ব ইজতেমা। তবলিগি জামাতের আয়োজনে ৫ জানুয়ারি আখেরি মোনাজাত অর্থাৎ প্রার্থনার পর সমাবেশের সমাপ্তি ঘটবে। প্রায় ৩৩ বছর পর মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিক ধর্মীয় সমাবেশের সাক্ষী হতে চলেছে বাংলা। বিশ্ব ইজতেমাকে ঘিরে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের আবেগ রয়েছে। তাই তীব্র শীত উপেক্ষা করেও জড়ো হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। হাজির হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামি পণ্ডিত, প্রতিনিধি, দেশের সমস্ত রাজ্য ও বাংলার অগণিত ধর্মপ্রাণ মুসলিম। নিরাপত্তাজনিত সমস্তরকম প্রস্তুতি নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আগেই বিশ্ব ইজতেমার বিষয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে সহযোগিতার নির্দেশ দেন বিভাগীয় মন্ত্রী-আমলাদের। তিনি জানান, এত বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। সেইমতো দফায় দফায় এলাকা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী থেকে জেলা প্রশাসন কর্তারা। ইজতেমা ময়দানে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পুলিশ, সংখ্যালঘু-সহ বিভিন্ন বিভাগের নোডাল অফিসাররা দায়িত্ব পালন করছেন। রাজ্য সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর এই সমাবেশ উপলক্ষে ৫ আধিকারিককে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিয়েছে। মূল সড়ক থেকে প্রায় ১ কিমি দূরে প্রায় ৫০০ বিঘা জমিতে হয়েছে ইজতেমার প্যান্ডেল। জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে ৬টি অস্থায়ী হাসপাতাল, ক্যাম্প। সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা। উল্লেখ্য, ইসলামের শিক্ষা, সৌভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তির জন্য এই বিশ্ব ইজতেমা মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ, মানবিক মূল্যবোধের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১৫ জানুয়ারি শুরু মালদহ বইমেলা বাড়ছে স্টল সংখ্যা

সংবাদদাতা, মালদহ : জেলায় বাজতে চলেছে বইমেলার ঘণ্টা। আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি ২০২৬ এই সাতদিন মালদহ কলেজ ময়দান রূপ নেবে জ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্রে। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বইমেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মালদহ জেলা প্রশাসন ও আয়োজক সংস্থাগুলি। এবারের বইমেলা যে আগের তুলনায় আরও বড় ও আকর্ষণীয় হতে চলেছে তা প্রস্তুতির ধরনেই স্পষ্ট। গত বছরে যেখানে ১৪০টি স্টল ছিল, সেখানে এবার প্রকাশকদের বাড়তি আগ্রহ ও পাঠকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে স্টল সংখ্যা বাড়িয়ে ১৫০ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে বইপ্রেমীদের সামনে খুলে যাবে আরও বিস্তৃত সম্ভারের দরজা। বই কেনাবেচার গণ্ডি ছাড়িয়ে মালদহ জেলা বইমেলা বরাবরই এক পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক উৎসব। এবছরও থাকছে সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইতিহাস ও সমকালীন বিষয়ভিত্তিক সভা। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে পরিকল্পনায় রয়েছে তরুণ ও নবীন লেখকদের জন্য আলাদা সেশন, যেখানে নতুন ভাবনা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটবে। মেলার পরিসর সামলাতে এবারও তিনটি পৃথক মঞ্চে একসঙ্গে চলবে নানা কর্মসূচি। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা, যানজট নিয়ন্ত্রণ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলো, বসার জায়গা—সব ক্ষেত্রেই বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে।

নববর্ষে সারদার জন্মভিটায় পুণ্যার্থীর ঢল

জয়রামবাটি

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ইংরাজি নববর্ষের দিন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু হয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে বিভিন্ন জায়গায় কল্পতরু উৎসব হয়ে আসছে। মা সারদার পবিত্র জন্মস্থান জয়রামবাটিতে কল্পতরু উৎসব না হলেও বছরের প্রথম দিনে মায়ের দেশে মাতৃদর্শন করতে দেশবিদেশের বহু পুণ্যার্থী ভিড় জমালেন। ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর জয়রামবাটিতে জন্ম মা সারদার। অল্প বয়সেই পার্শ্ববর্তী কামারপুকুর গ্রামের রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলেও জীবনের একটা বড় অংশ তিনি এখানেই গ্রামের বাড়িতে কাটান। পরবর্তীতে মায়ের সেই বাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মাতৃমন্দির। সারা বছরই মাতৃমন্দিরে ভিড় লেগে থাকে। ইংরেজি নববর্ষের দিনেও উপচে পড়ল ভিড়। মাতৃমন্দির খোলার পর অনেকেই ধ্যানে অংশ নেন। অনেকে মন্দিরের দৈনিক পুজোপাঠ দেখেন। ভক্ত ও পুণ্যার্থীরা ঘুরে ঘুরে দেখেন মায়ের নতুন বাড়ি, পুরনো বাড়ি, সারদার মা শ্যামাসুন্দরী দেবীর বাড়ি। সব মিলিয়ে বছরের প্রথম দিন রীতিমতো জমজমাট মা সারদার পবিত্র জন্মভূমি জয়রামবাটি।

সারদা মায়ের জন্মস্থান মাতৃমন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড়। বৃহস্পতিবার।

ডেবরায় তৃণমূল এসটি সেলের নতুন কার্যালয়ের সূচনায় অজিত

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের এসটি সেলের উদ্যোগে ডেবরায় দলের এই শাখা সংগঠনের নতুন একটি কার্যালয়ের উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার। ফিতে কেটে দ্বারোদ্ঘাটন করেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি। সঙ্গে ছিলেন জেলা তৃণমূল এসটি সেলের সভানেত্রী শান্তি টুডু, মাইনরিটি সেলের জেলা সভাপতি নজরুল ইসলাম, আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি সনাতন বেরা, মহিলা সভানেত্রী তনয়া দাস-সহ অন্যরা। উপস্থিত তফসিলি উপজাতি মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন জেলা সভাপতি। দলের প্রতিষ্ঠাদিবসে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বছরের শুরুতেই মোদি সরকারের কোপ। প্রথম দিনেই এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ছে ১১১ টাকা করে

বিজেপির মিথ্যা দোষারোপের জবাব দিল তৃণমূল

রুগ্‌ণ পাটশিল্পকে বাঁচাতে দ্রুত ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি ঋতব্রতর

নয়াদিল্লি: নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে বাংলার উপর দোষ চাপাতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু আসল সত্য ফাঁস করে দিল তৃণমূল। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পাটশিল্পের দুর্দশার জন্যে আসলে মোদি সরকারই দায়ী। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলায় ধুঁকছে পাটশিল্প। রাজ্যের শাসক দলেব তরফে কেন্দ্রের কাছে একাধিকবার দাবি জানিয়েও হয়নি কোনও সুরাহা। তা সত্ত্বেও হাল না ছেড়ে নতুন বছরের প্রথম দিনেই বাংলার পাটশিল্পের দুর্দশা নিয়ে সোচ্চার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সরাসরি কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে চিঠি পাঠিয়ে তিন দফা দাবি জানালেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত।

RITABRATA BANERJEE
Member of Parliament, Rajya Sabha

Ritabrata Banerjee
Member of Parliament (Rajya Sabha)

চটকলকে কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল, তা বর্তমানে একেবারে ভাঙনের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিকমতো পাচ্ছেন না চাষিরা। মূলত তাঁর চিঠিতে এই অভিযোগ জানিয়েই প্রকৃত অবস্থা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ঋতব্রত। ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে বাংলার চটকলগুলোর নাভিশ্বাস উঠেছে। কর্মহীন হয়ে পড়ছে মানুষ। কেন্দ্রীয় নীতির ভুলের কারণেও পাটের বাণিজ্যিকীকরণেরও সমস্যা তৈরি হয়েছে। এর উপরে জুটমিলে উৎপাদন ও শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত সমস্যাও আছে। কেন্দ্র এই সমস্ত বিষয় দৃঢ় পদক্ষেপ নিলে পাটশিল্প দুর্দশার পরিস্থিতি বদল হতে পারে।

এদিন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ চিঠিতে একই সঙ্গে পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যাতে ঠিকমতো বণ্টন করা হয় তার দাবি জানিয়েছেন। দামের ব্যাপারেও দাবি করেছেন স্বচ্ছতা। কৃষক ও চটকলগুলিকে বকেয়া মিটিয়ে দ্রুত এই শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ দাবি করেছেন কেন্দ্রের কাছে।

আতঙ্কে বছরের শুরুতেই মৃত ২

(প্রথম পাতার পর) কারণে ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম ছিল না। পরিবারের সকলের নাম রয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর বিডিও অফিসে শুনানিতে গিয়েছিলেন সুলতান। পরিবারের অভিযোগ, সেই থেকে তিনি আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেন এবং বিছানা নেন। হামেশাই বলতেন, ছেলেপুলেকে ছেড়ে কি চলে যেতে হবে? দুশ্চিন্তা থেকে প্রেশার হাই হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের ছেলে ওসমান সর্দারের দাবি, এসআইআর-এর কারণেই বাবার মৃত্যু হয়েছে। এর জন্যই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। অন্যদিকে, বুধবার রাতে মৃত্যু হয় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের লেদার ঘাট গ্রামের রহিমা বিবির। ৬৫ বছরের রহিমার নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় ছিল না। বৈবাহিক কারণে নাম তোলার সমস্যা ছিল। তাঁর ভোটার ও আধার কার্ড দুই-ই ছিল। কিন্তু ২০০২ সালের তালিকায় নাম না থাকায় শুনানিতে ডাক পড়ে। পরিবারের অভিযোগ, তিনি সেদিন থেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। গত ২ জানুয়ারি এসআইআর শুনানিতে ডাক পড়েছিল রহিমার। লোকমুখে ডিটেনশন ক্যাম্প ও পুশব্যাকের কথা শুনে আতঙ্ক আরও চেপে বসেছিল। সুরাহা খুঁজতে বারবার ছুটে যান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে। সাধ্যমতো সাহায্যের আশ্বাসও দেন পঞ্চায়েত সদস্য। কিন্তু তাতেও আতঙ্ক কাটেনি রহিমার। বুধবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

জনগণের অধিকার রক্ষার শপথ

(প্রথম পাতার পর) থাকব, ততক্ষণ কোনও শক্তিই— সে যতই উদ্ধত বা অত্যাচারী হোক না কেন— বাংলার মিলিত সংকল্পকে পরাজিত করতে পারবে না। সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার বার্তা দিয়ে অভিষেক জানান, আজকের দিনে আমরা জনগণের পাশে থাকার, তাঁদের গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বরকে রক্ষা করার এবং বাংলায় কোনও বাংলা-বিরোধী জমিদারের শক্তির দ্বারা কেউ যেন হয়রানির শিকার, অপমানিত বা ভীতসন্ত্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার আবার গ্রহণ করছি।

ইনস্টাগ্রামে প্রতারণা, অপহরণ ছাত্রকে

মুম্বই: সোশ্যাল মিডিয়ার ভয়ানক ফাঁদে পা দিয়ে অপহৃত হল ১৫ বছরের কিশোর। অপহরণকারীরা দাবি করল ২০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ। কিশোরী সেজে ইনস্টাগ্রামে ওই কিশোরের জন্য ফাঁদ পাতে এক অপহরণকারী। দশম শ্রেণির ওই ছাত্রের সঙ্গে চ্যাটও করে। ধীরে ধীরে চ্যাটবক্সে ওপারে থাকা মানুষটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রটি। তাঁরই কথামতো থানে জেলার নন্দীবাড়িতে ইনস্টাগ্রামের সেই না-দেখা মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে যায় ছাত্রটি। অ্যাপবেসড ক্যাব থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে চার দুষ্কৃতী অপহরণ করে তাকে। বাড়িতে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাবি করে ২০ লক্ষ টাকা। শেষ পর্যন্ত ২৮ ডিসেম্বর পরিবারের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। উদ্ধার করে ছাত্রটিকে। গ্রেফতার করে ৪ অপহরণকারীকে।

২০ লক্ষ মুক্তিপণ দাবি

মদ্যপানের অভিযোগে কানাডায় আটক এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট

নয়াদিল্লি: মদ্যপান করে বিমানে ওঠার অভিযোগে নামিয়ে দেওয়া হল এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলটকে। ঘটনাটি ঘটেছে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বিমানবন্দরে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি দিল্লির রওনা হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই গন্ধ আসছিল পাইলটের মুখ থেকে। গত ২৩ ডিসেম্বরের ঘটনা হলেও বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে বৃহস্পতিবার। ব্রিদ অ্যানালাইজারের পরীক্ষায় ধরা পড়ে যান পাইলট। কানাডা কর্তৃপক্ষ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। আপাতত বিমান ওড়ানোর দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

আতঙ্ক ভুলে লালকেল্লা সহ দিল্লিজুড়ে আনন্দের ঢল

নয়াদিল্লি: মারাত্মক ঠান্ডা, ততোধিক দূষিত বাতাস এবং ঘন কুয়াশা, তিন-তিনটি প্রতিকূলতা সঙ্গে নিয়েই ২০২৬ সালের প্রথম দিনটিতে রাজধানী দিল্লির রাস্তায় নামল কাতারে কাতারে মানুষ। সকালের ঘন কুয়াশার চাদর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা হওয়ামাত্রই এদিন দিল্লির প্রাণকেন্দ্র ইন্ডিয়া গেট, লালকেল্লা, কুতুব মিনার, অক্ষরধাম মন্দির, লোটাস টেম্পল, চিড়িয়াখানা, ডল মিউজিয়ামের মতো দর্শনীয় স্থানগুলি ছিল ভিড়ে ঠাসা। ইন্ডিয়া গেট সংলগ্ন কর্তব্যপথে একসময় যাতায়াত করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন দিল্লি মেট্রোতেও ছিল মারাত্মক ভিড়। অত্যধিক ভিড়ের চাপে একসময়ে মেট্রোর দরজা বন্ধ করা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় দিল্লির বহু মেট্রো স্টেশনে। ভিড় সামাল দিতে নাজেহাল হয়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা।

এদিন দিল্লির কালকাজি মন্দির এবং ঝান্ডেওয়ালানে অবস্থিত প্রাচীন হনুমান মন্দিরে ছিল পুজো দেওয়ার লম্বা লাইন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরাও এদিন এই দুটি মন্দিরে পুজো দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। এর পাশাপাশি বছরের প্রথম দিনে প্রবল ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে রকাবগঞ্জ গুরুদ্বারাতেও। ভিড়ের চাপে একসময়ে রকাবগঞ্জ গুরুদ্বারার সামনের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখতে হয় কিছু সময়ের জন্য। বছরের প্রথম দিনে প্রচুর লোক জমা হয়েছিলেন নিজামউদ্দিন আওলিয়া দরগাতেও। অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে সব থেকে বেশি ভিড় ছিল ইন্ডিয়া গেট এবং লালকেল্লায়। গত বছরের ১০ নভেম্বর লালকেল্লার সামনে রাস্তায় গাড়িতে হওয়া বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৫ জন। আহত হয়েছিলেন ২০ জন। এই বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করেই সামনে এসেছিল ডক্টরস টেরর সিন্ডিকেট, যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাশকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন একের পর এক চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার লালকেল্লার সামনে জড়ো হওয়া ৮ থেকে ৮০-র ভিড় প্রমাণ করেছে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণকে পিছনে ফেলে চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অনেক এগিয়ে গেছে দিল্লি।

অশ্রাব্য গালিগালাজ কৈলাসের

(প্রথম পাতার পর)

আগের চেয়েও এখন বেশি! এদিকে, সর্বভারতীয় ওই চ্যানেল নিজেদের সাংবাদিকের পাশে না দাঁড়িয়ে ক্ষমতাবান বিজেপি সরকারকে খুশি করতে ঘটনার ভিডিও দিয়ে করা টুইটটি মুছে দিয়েছে। যা নিয়ে বিজেপি শাসনামলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিষেক।

সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের প্রতি বিজেপির এই নিকৃষ্ট মানসিকতার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের বক্তব্য, মানুষের প্রাণ গেলেও বিজেপির কাছে সবই নাটক। ইন্দোরে এখনও দূষিত পানীয় জল খেয়ে অসুস্থ হাজারের বেশি, তবে তাদের কাছে সবই নাটক। এই দম্ভের জবাব মানুষই দেবে। বিজেপির বিনাশ অনিবার্য। কিন্তু এই ঘটনায় নিজেদেরই সাংবাদিকের পাশে দাঁড়ায়নি ওই চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। প্রভাবশালী বিজেপিকে খুশি করতে মুছে দেওয়া হয়েছে বচসার ভিডিও। যা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক্স মাধ্যমে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, আমরা এমন এক দেশে বাস করি যেখানে একটি খবরের চ্যানেল প্রশ্ন করার অপরাধে শাসকদলের নেতার কাছে নিজেদেরই সাংবাদিকের প্রকাশ্য মৌখিক-হেনস্থার ট্যুইট মুছে দেয়। নিজের সাংবাদিকের পাশে দাঁড়ানোর বদলে চ্যানেলটি বেছে নেয় নীরবতা— সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার চেয়ে তাঁরা ক্ষমতার সুরক্ষাকেই বেশি জরুরি মনে করে। এই হচ্ছে ভারতীয় মিডিয়ায় ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের পরিণতি— যেখানে সত্যের চেয়ে মালিকানা গুরুত্বপূর্ণ। আর সাংবাদিকতায় সাহসের জায়গা নিয়েছে ক্ষমতার নৈকট্য। এই-ই সেই তথাকথিত 'নিউ ইন্ডিয়া'। আর চ্যানেলটির মালিক কে, সেটা আন্দাজ করার জন্য কোনও পুরস্কার নেই। সব চাঙ্গা সি!

প্রসঙ্গত, ইন্দোরের ভগীরথপুরে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে মৃতদের ক্ষতিপূরণ কিংবা অসুস্থদের চিকিৎসার খরচ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন এক সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক অনুরাগ দ্বারী। যা শুনেই বিজেপির মন্ত্রী অম্লানবদনে বলে দেন, এসব 'ফোকটে'র প্রশ্ন করবেন না! তাতেই শুরু বচসা। সাংবাদিকও মন্ত্রীর ধমকে ভয় না পেয়ে সাফ বলে দেন, তিনি কোনও ভিত্তিহীন প্রশ্ন করছেন না! তাতে কৈলাস আরও রেগে গিয়ে বলেন, তাতে 'ঘণ্টা' হয়েছে। এতেও দমে যাননি ওই সাংবাদিক। তীব্র প্রতিবাদে গর্জে উঠে মন্ত্রীকে পাল্টা বলেন, আপনি এভাবে কথা বলতে পারেন না কৈলাসজি! একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রী হিসাবে আপনার শব্দ ব্যবহারে আরও সতর্ক এবং যত্নবান হওয়া উচিত! আপনার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। 'ঘণ্টা' কী ধরনের শব্দ? সেইসময় মন্ত্রীর সাঙ্গপাঙ্গরা ক্যামেরা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। বেরিয়ে যেতে বলেন সাংবাদিককে। রুখে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক বলেন, আমি তো চলে যাবই। কিন্তু ওঁকে ওঁর মুখের ভাষা ঠিক করতে বলুন! পরে চাপে পড়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছেন বিজেপি মন্ত্রী।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের শোকবইতে স্বাক্ষর করে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং

■ বৃহস্পতিবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে ত্রিপুরার ৯ নং বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রর মা-বোনেদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিচ্ছেন যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু সাহা।

সুইজারল্যান্ডে বর্ষবরণের রাতে পানশালায় বিস্ফোরণ, হত ৪০

বার্ন : নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছিলেন আনন্দপিপাসুরা। আচমকাই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ, কেঁপে উঠল গোটা পানশালা এবং আশপাশের এলাকা। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ল গোটা পানশালায়। দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল অন্তত ৪০ জনের। জখম হয়েছেন শতাধিক মানুষ। বর্ষবরণের রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হল সুইজারল্যান্ডের ক্র্যানস-মন্টানা পানশালা। সুইস রাজধানী বার্ন থেকে ২ ঘণ্টার পথ এই বিলাসবহুল স্কি রিসর্ট। বুধবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

উদ্ধারের কাজে হেলিকপ্টার

প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, পানশালার বেসমেন্টেই প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে। পানশালায় মোট ৪০০ মানুষের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বর্ষবরণের রাত বলে উপচে পড়েছিল ভিড়। যার মধ্যে একটা বড় অংশই পর্যটক। সাধারণত রাত দুটো পর্যন্ত খোলা থাকে পানশালাটি। প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি শুরু হয় আতঙ্কিত অতিথিদের। ঘটনার খবর পেয়েই উদ্ধারের কাজে নেমে পড়ে অ্যাম্বুল্যান্স, দমকল এবং পুলিশ। আসে হেলিকপ্টারও। বিস্ফোরণের কারণ জানা যায়নি। গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই দুর্ঘটনা, নাকি নেপথ্যে কোনও নাশকতা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

দক্ষিণ-পশ্চিম সুইজারল্যান্ডের ওয়ালিস ক্যান্টনের পুলিশের মুখপাত্র গেটান ল্যাথিয়ন বলে, রাত দুটো নাগাদ এই ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছে। হঠাৎ বিস্ফোরণ ও আগুন লাগার ঘটনায় সেখানে হাজির সকলের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আতঙ্কে বহু মানুষ বার থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও উদ্ধারকারী দল। খবর পাওয়ামাত্রই শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। ইতিমধ্যে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ছুটি কমাল বাংলাদেশ, তীব্র ক্ষোভ

বাতিল একুশে ফেব্রুয়ারি ছুটি

ঢাকা : একুশে ফেব্রুয়ারি—ভাষা শহিদদের স্মরণে এই দিনটি প্রতিটি বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে। সেই ভাষা দিবসের ছুটিই এবার বাতিল করল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের যে ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তা ঘিরে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। শুধু ভাষা দিবস নয়, ছুটির তালিকা থেকে বাদ পড়েছে মে দিবস, সরস্বতী পুজো, জন্মাষ্টমীও। পাশাপাশি বুদ্ধ পূর্ণিমা, মহালয়া এবং মধু পূর্ণিমাতেও আর ছুটি থাকছে না। শবে মিরাজ ও আশুরার দিনেও মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা থাকবে বলে জানানো হয়েছে। নতুন ছুটির তালিকা অনুযায়ী আগামী শিক্ষাবর্ষে মোট ছুটির সংখ্যা রাখা হয়েছে ৬৪ দিন, যা আগের বছরের তুলনায় ১২ দিন কম। পুজো, জন্মাষ্টমী ও মহালয়ার মতো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের দিনগুলিতে ছুটি বাতিল হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এই সিদ্ধান্ত পরিকল্পিতভাবে কিছু নির্দিষ্ট ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছে, শিক্ষাবর্ষে পড়াশোনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। তবে একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর ও বাংলা নববর্ষের মতো ঐতিহাসিক ও জাতীয় গুরুত্বের দিনগুলি স্কুলে যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

বাংলাদেশে দীপু-অমৃতর পরে এবার খোকনচন্দ্র

কুপিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা ব্যবসায়ীকে

ঢাকা : আবার নৃশংসতা বাংলাদেশে। ময়মনসিংহর দীপুচন্দ্র দাস, ঢাকার অমৃত মণ্ডলের পরে এবার শরিয়তপুরে সংখ্যালঘু নির্যাতন। জীবন্ত অবস্থাতেই পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হল খোকনচন্দ্র দাস নামে ৫০ বছর বয়সি এক ব্যবসায়ীকে। তার আগে দুষ্কৃতীরা ব্যাপক মারধরও করে তাঁকে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। গায়ে আগুন নিয়েই প্রাণ বাঁচাতে আক্রান্ত ব্যবসায়ী ঝাঁপ দেন পুকুরে। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে শরিয়তপুরের ড্যামুডা এলাকায়। বুধবার রাতে। ওষুধের ব্যবসায়ী খোকনচন্দ্র দাস দোকান বন্ধ করে সারাদিনের রোজগারের টাকা নিয়ে অটোরিকশয় বাড়ি ফেরার সময়ই সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা চড়াও হয় তাঁর উপরে। প্রথমে ব্যাপক মারধর, তারপরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় তাঁকে। ওই অবস্থাতেই পেট্রোল ঢেলে দেওয়া হয় মাথায়। লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। জ্বলন্ত অবস্থাতেই আর্তনাদ করতে করতে পুকুরে ঝাঁপ দেন তিনি। আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষ। চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে প্রৌঢ় ব্যবসায়ীকে। তিনি দু'জন হামলাকারীর নাম জানালেও এখনও কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। খোকন দাসের স্ত্রীর বক্তব্য, কারও সঙ্গে বিরোধ বা শত্রুতা ছিল না তাঁর স্বামীর। আক্রমণকারীদের চিনে ফেলার কারণেই খোকন দাসকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল বলে তাঁর স্ত্রীর দাবি।

কিন্তু কী উদ্দেশ্যে খোকন দাসের উপরে এমন অমানবিক হামলা হল, নেপথ্যে কে বা কারা, তা নিয়ে মুখ খোলেনি পুলিশ।

পাকিস্তান জেলে বন্দি ১৬৭ জনকে ভারতীয়কে মুক্তির দাবি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি : সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু তবুও পাকিস্তানের জেলে বন্দিদশা ঘোচেনি ১৬৭ জন ভারতীয়র। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মৎস্যজীবী। আছেন সাধারণ মানুষও। সব মিলিয়ে অবিলম্বে এই ১৬৭ জনকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার পাকিস্তানকে বার্তা দিল ভারত। ২০০৮ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। সেই অনুযায়ী প্রতিবছর ১ জানুয়ারি ২ দেশের বন্দিদের তালিকা আদান-প্রদান হয়। ভারত জানিয়েছে, ৩৩ জন মৎস্যজীবী ও ৩৯১ জন সাধারণ পাক নাগরিক ভারতীয় জেলে বন্দি রয়েছেন।

মধ্যরাতে সাবওয়ে স্টেশনে মামদানি!

নিউইয়র্ক শহরের উন্নয়নের শপথ সর্বকনিষ্ঠ মেয়রের

নিউইয়র্ক: মেট্রো সাবওয়ে স্টেশনে শপথ নিলেন মামদানি। টানা পাঁচ ঘণ্টার উৎকণ্ঠা। শেষ পর্যন্ত জয়ের খবর এসেছিল ৪ নভেম্বর। নিউইয়র্ক শহরের মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন জোহরান মামদানি। মেয়র পদে ১ জানুয়ারি শপথ নেওয়ার আগে সেই রাতের কয়েক ঘণ্টার কথাই মনে পড়ছিল মামদানির। তবে আবেগপ্রবণ হলেও নিউইয়র্কের মানুষের উন্নয়নে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাতে যে অবিচল রয়েছেন, শপথের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রমাণ করে দিলেন তিনি।

নিউইয়র্ক শহরের সর্বকনিষ্ঠ মেয়র হিসাবে বৃহস্পতিবার শপথ নিলেন জোহরান খোয়ামে মামদানির। তিনি শহরের প্রথম ইসলাম ধর্মাবলম্বী মেয়র। তাঁর শপথের আগে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পও। যেভাবে নিউইয়র্কের মেয়র পদে মামদানির জয় আমেরিকায় চমক এনেছিল, সেভাবেই তাঁর শপথ অনুষ্ঠানেও চমকের প্রত্যাশা করা হয়েছিল।

প্রত্যাশীদের হতাশ করেননি মামদানি। নির্বাচনী প্রচারে মামদানির প্রথম ও প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল নিউইয়র্ক শহরের সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জনজীবনকে সহজ করা। তার মধ্যে যেমন বাসস্থান রয়েছে, তেমনই রয়েছে পরিবহণ। সেই মধ্যবিত্ত মানুষের কথা মাথায় রেখে মধ্যরাতে মামদানি শপথ নিলেন নিউইয়র্কের সিটি হল সাবওয়ে স্টেশনে। উপস্থিত ছিলেন শহরের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমস। উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী রমা দুয়াজি, মা চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ার এবং বাবা মাহমুদ মামদানি।

পুতিনের বাসভবনে ইউক্রেন হামলা, রাশিয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা

ওয়াশিংটন : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবনে ইউক্রেন আদৌ কোনও হামলা চালায়নি। কোনও ঘটনাই ঘটেনি এ ধরনের। সাফ জানিয়ে দিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। সিআইএ এ-ব্যাপারে প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও মার্কিন সংবাদমাধ্যমও বলেছে, পুতিনের বাড়িতে হামলার কোনও প্রমাণই মেলেনি। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলছে, উপগ্রহচিত্র, র‍্যাডার এবং অন্যান্য সূত্রের খবরে মার্কিন গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছেন যে পুতিনের বাড়িতে হামলা হয়েছে বলে রাশিয়া যে দাবি করেছে তার কোনও ভিত্তি নেই আদৌ। তবে ওই অঞ্চলেই একটি সামরিক স্থাপনায় হামলার ছক কষেছিল ইউক্রেন। যদিও রুশ

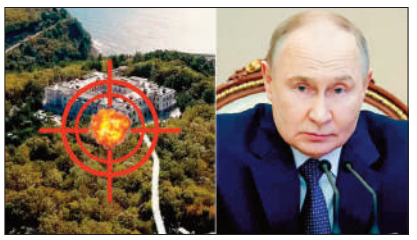

প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাড়িতে ইউক্রেন হামলার বিষয়ে বুধবারই রীতিমতো ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এখন তিনি বলছেন, এটা সংবেদনশীল সময়। এসব করার সময় নয় এখন। কিন্তু কারও বাড়িতে হামলা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যে যাই বলুক না কেন, চুপ করে বসে নেই রাশিয়া। পুতিনের বাসভবনে হামলার ছক প্রকাশ্যে এনেছে তারা। রাশিয়ার অভিযোগ, ২৮ ডিসেম্বর রাতে ৬ কেজি বিস্ফোরক বোঝাই একের পর এক ড্রোন দিয়ে পুতিনের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল ইউক্রেন। পাঠানো হয়েছিল অন্তত ৯১টি ড্রোন। ইউক্রেন অবশ্য এই দাবি অস্বীকার করে মন্তব্য করেছে, শান্তিচুক্তির আলোচনা ভেস্তে দিতেই এই অভিযোগ আনা হয়েছে।

এদিকে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে কোনও দুর্বল শান্তিচুক্তি করবেন না তাঁরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নতুন বছরে মুক্তি পাবে রোম্যান্টিক কমেডি হরর ছবি 'রাজা সাব'। ছবির মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন প্রভাস, নিধি আগরওয়াল, সঞ্জয় দত্ত প্রমুখ। পরিচালক মারুতি দসারি

মিতিন একটি খুনির সন্ধানে

সদ্য মুক্তি পেয়েছে পরিচালক অরিন্দম শীলের অ্যাকশন থ্রিলার 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে'। নতুন অভিযানে ছক ভাঙলেন গোয়েন্দা মিতিন ওরফে কোয়েল মল্লিক। হল সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। রুদ্ধশ্বাস সেই তদন্তের সাক্ষী থাকতে যেতে হবে প্রেক্ষাগৃহে। দেখে এসে লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

বাড়ছে শীত, কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় প্রায় টেকা দায়। এদিকে নতুন বছর পড়ে গেছে আর উৎসবেরও শুরু হয়ে গেছে। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় পাতে যদি পড়ে গরমাগরম টক-ঝাল-মিষ্টি রোমাঞ্চকর এক অ্যাকশন থ্রিলার ছবি তা হলে কেমন হবে! যে-থ্রিলার আপনাকে ভাবাবে, ক্যালকুলেশন করতে বাধ্য করবে, হিসেব না মিললে কেমন যেন মনটা অস্থির-অস্থির করবে, অ্যাকশন আর রি-অ্যাকশন দেখে গা গরম হয়ে উঠবে, বারংবার প্রশ্ন জাগবে কালপ্রিট কে? তাহলে কেমন হবে বিষয়টা? জমে যাবে বর্ষশুরুর এই শীত-উৎসবের আমেজ। পরিচালক অরিন্দম শীলের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে' ছবিটি দেখতে বসলে এই উপলব্ধি হবেই হলপ করে বলা যায়। ফেলুদা, ব্যোমকেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গোয়েন্দা মিতিন এবার একনম্বরে। 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে' সুচিত্রা ভট্টাচার্য 'মেঘের পরে মেঘ' গল্প অবলম্বনে তৈরি। অরিন্দম শীলের 'মিতিন মাসি' সিরিজের তৃতীয় ফ্রাঞ্চাইজি এই ছবি। আগেরগুলোর সঙ্গে তফাত হল প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায় ওরফে মিতিন এবার বড়দের জন্য নিয়ে এলেন তাঁর অভিযান। পুরো অ্যাকশন অবতারে শহরের এক সরগরম খুনের রহস্যের কিনারা করবেন তিনি।

চাইল্ড ট্রাফিকিং রুখতে দুর্দমনীয় ছবিতে এন্ট্রি মিতিনের। এরপর মূল গল্পে প্রবেশ। ব্যবসায়ী পিনাকী বসুর স্ত্রী তমালিকা বসু মিতিনের দরজায় আসেন তাঁর হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া স্বামীর জন্য সাহায্য চাইতে। স্বামী পিনাকী বসু কিডন্যাপড হয়েছেন এটাই তমালিকার আশঙ্কা কারণ নিখোঁজে হবার পরপরই তাঁর কাছে আসে কিডন্যাপারের ফোন। পাঁচ কোটি টাকা দাবি করে কিডন্যাপার।

পিনাকী বসুর অনুসন্ধানে ময়দানে নামেন গোয়েন্দা মিতিন। তদন্ত ধীরে ধীরে এগোয় আর একটার পর একটা খোলস ছাড়াতে থাকে। টানটান ইনভেস্টিগেশন। কী হয়, কী হয়— কী জানি কী হয়। বেরতে থাকে পিনাকী বসুর চোরাগোপ্তা অতীত, দাম্পত্যকলহ, বহু নারীসঙ্গ, তার কামনা, লোভ, লালসার গূঢ় তথ্য। কিন্তু পিনাকী হঠাৎ কেন নিখোঁজ হলেন? সত্যি কি তিনি কিডন্যাপ হয়েছিলেন নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোন রহস্য? কোথায় গেলেন পিনাকী বসু? ক্লাইম্যাক্সটা না হয় তোলা থাক। রয়েছে ট্যুইস্ট। শুধুই রহস্য বা তদন্ত নয়— মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা এবং সম্পর্কের অন্তর্ঘাতের গল্প 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে'।

এবার আসি ছবির চরিত্রদের প্রসঙ্গে। যার অভিযান ঘিরে এই ছবি সেই গ্রেট 'মিতিন মাসি' এবার অন্য লুকে। চশমার ফ্রেম যেমন বদল হয়েছে তাঁর তেমনই পোশাকেও এনেছেন পরিবর্তন। নতুন মিতিনের স্টাইল সেন্স, কেতাদুরস্ত সিম্পল লুক, ফিজিক্যাল ফিটনেস, ক্ষুরধার বুদ্ধি— এককথায় বিউটি উইথ ব্রেইনের এই অপূর্ব সমন্বয় দর্শকদের মোহগ্রস্ত করে রাখবেই। তাঁর মারকাটারি অ্যাকশনের ডিরেক্টর হলেন 'জওয়ান' এবং 'পাঠান'খ্যাত সুনীল রডরিগস। এক নারীর অপরাধের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়ানো আর অ্যাকশন দেখলে অবাক হবেন। এই ছবির দর্শক এবার ছোটরা নয় বড়রা। ছবির বিষয় প্রাপ্তবয়স্কদের হলেও সপরিবার দেখার মতোই ছবি।

ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়। সু-অভিনেতা তিনি বরাবরই। কিন্তু সিরিজ হোক বা বড়পর্দা— খলনায়ক হিসেবেও এই মুহূর্তে তিনি যে একনম্বরে এটা আবার প্রমাণ হল 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে' ছবিতে। টুপুর চরিত্রে লেখা চট্টোপাধ্যায়কে ভাল লাগে। তমালিকার চরিত্রে কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিষ্ঠ। গৌরব চক্রবর্তী ভীষণ সাবলীল। এ-ছাড়া শতাফ ফিগার, মধুরিমা বসাক, রোশনি ভট্টাচার্য তাঁদের চরিত্র অনুযায়ী খুব ভাল কাজ করেছেন। অনসূয়া মজুমদার, অরিজিৎ গুহ, দুলাল লাহিড়ী প্রত্যেকে তাঁদের চরিত্রে যথাযথ। কাউকে নিয়ে বলার কিছুই নেই। ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপে কাজ করেছেন পরিচালক অরিন্দম শীল এবং পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। যে বিষয়টা না বললে অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে 'মিতিন একটি খুনির সন্ধানে'র লেখাটি তা হল এই ছবির গান। প্রথম কোনও থ্রিলার ছবি এতটা মিউজিক্যাল। গান এই ছবির এক অন্যতম চরিত্র, কেন্দ্রবিন্দু, গানই রহস্যের ক্লু। সুরকার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। লিখেছেন সুতপা বসু-সহ আরও অনেকে। এই ছবিতে দুজন সঙ্গীতশিল্পী ডেবিউ করলেন। ওস্তাদ রশিদ খানের পুত্র আরমান খান এবং পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর স্ত্রী চন্দনা চক্রবর্তী। অরুণিতা কাঞ্জিলালের সাইয়া গানটি অপূর্ব। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর সহধর্মিণী চন্দনা চক্রবর্তী সম্পর্কে যত বলি কম বলা হবে। সত্তরোর্ধ্ব বয়স ডেবিউ করলেন এই ছবিতে। অপূর্ব তার কণ্ঠ। তাঁর গাওয়া 'দিনে দিনে বাড়ছে দেনা' গানটির অনবদ্য গায়কি। এছাড়া গান গেয়েছেন রূপম ইসলাম এবং শিল্পা রাও। প্রতিটা গান এতটাই সুন্দর যে ভোলা মুশকিল। এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর চমকপ্রদ যেটা করেছেন রথীজিৎ ভট্টাচার্য। ছবির প্রযোজক সুরিন্দর ফিল্মস। বর্ষশেষে মিতিনের এই অভাবনীয় প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে দর্শকদের প্রত্যাশাকে যে আগামী দিনে বাড়িয়ে দিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

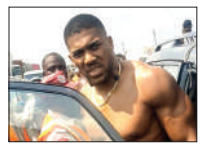

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই মাকে নিয়ে সতীর্থদের শেষকৃত্যে জোশুয়া

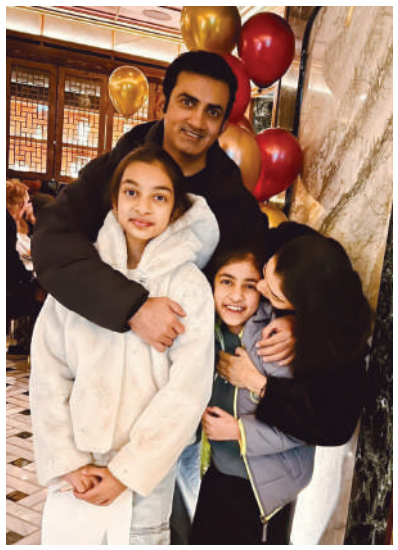

তারাদের নববর্ষ

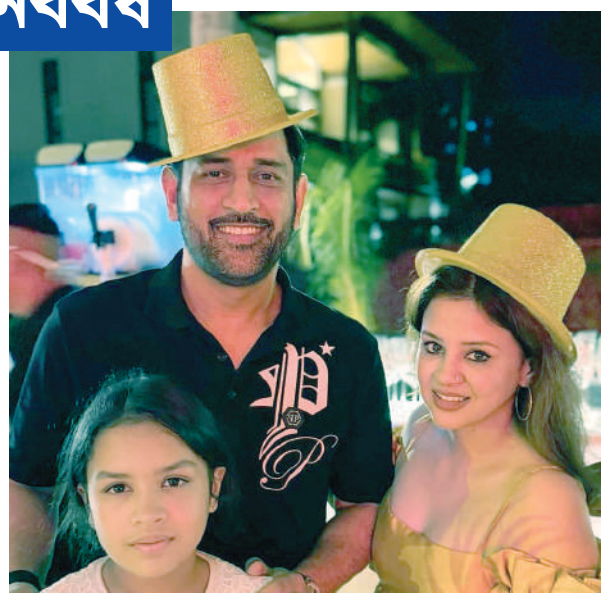

রিয়ালের চোটের খাতায় এমবাপেও

মাদ্রিদ, ১ জানুয়ারি : এমনিতেই লিগে বার্সেলোনার থেকে ৪ পয়েন্ট পিছনে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, তার উপর সেরা অস্ত্র কিলিয়ান এমবাপে চোট পেয়ে অন্তত তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে চলে গেলেন। বার্সেলোনাকে তাড়া করার ব্যাপারটা এতে নিঃসন্দেহে ধাক্কা খেল।

ক্লাবের এক বার্তায় বলা হয়েছে এমবাপের হাঁটুতে টান ধরেছে। কয়েকটি পরীক্ষার পর এটা ধরা পড়েছে। তাঁকে আগামী কয়েকদিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ফরাসি স্ট্রাইকারের ম্যাচে ফেরার বিষয়টি রিয়াল মাদ্রিদ স্পষ্ট করেনি। কিন্তু শোনা যাচ্ছে অন্তত তিন সপ্তাহ বাইরে কাটাতে হবে। সেক্ষেত্রে রবিবার রিয়াল বেটিসের সঙ্গে এমবাপের খেলার সম্ভাবনা নেই। শীতের ছুটির পর এটা রিয়ালের প্রথম ম্যাচ। এরপর ৮ জানুয়ারি স্প্যানিশ সুপার কাপ সেমিফাইনালে তাদের খেলা অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে। তারপর লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ লেভান্তে ও মোনাকোর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবারও দলের প্র্যাকটিস ছিলেন। কিন্তু পরদিন এম আর আই স্ক্যানের রিপোর্টে হাঁটুর চোটের খবর এসেছে। এতে রিয়ালের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। ইতিমধ্যেই চোটের খাতায় রয়েছে ডিফেন্ডার দানি কার্বাহাল, এডার মিলিতাও, টেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড, মিডফিল্ডার ফ্রেডেরিকো ভালভার্দে ও ফরোয়ার্ড ব্রাহিম দিয়াজের নাম।

নেইমার স্যান্টোসেই

রিও ডি জেনেইরো, ১ জানুয়ারি : জল্পনার অবসান। আরও একটা বছরে স্যান্টোসেই থেকে গেলেন নেইমার দ্য সিলভা। বৃহস্পতিবার ব্রাজিলীয় ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি নবিকরণ করেছেন নেইমার। নতুন চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালে ফেরার পর নেইমারের সঙ্গে দুই পর্বে ছয় মাস করে চুক্তি করেছিল স্যান্টোস। এবার সেটা বেড়ে হল এক বছরের। মাঝে শোনা গিয়েছিল, নেইমার স্যান্টোস ছেড়ে ইউরোপে যেচে পারেন। যদিও স্যান্টোস কখনই তাঁকে ছাড়তে চায়নি। বরং লাগাতার চোট-আঘাতের সমস্যা সত্ত্বেও, নেইমারের সঙ্গে ক্লাব কর্তারা আন্তরিকভাবে কথা চালিয়ে গিয়েছেন। চলতি মরশুমে শেষ তিন ম্যাচ জিতে ব্রাজিলের শীর্ষ লিগ থেকে অবনমন বাঁচিয়েছিল স্যান্টোস। আর এই তিন জয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন নেইমার। চিকিৎসকদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে মাঠে নেমে ক্লাবকে অবনমনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনি। প্রথম ম্যাচে একটি গোলের পর দ্বিতীয় ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন। তিন নম্বর ম্যাচে নিজে গোল না পেলেও, অসাধারণ খেলেছিলেন।

ষোলোয় আইভরি কোস্ট

মারাক্কেশ, ১ জানুয়ারি : গ্যাবনকে ৩-২ গোলে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের শেষ ষোলোয় গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্ট। গ্যাবনের বিরুদ্ধে ২১ মিনিটের মধ্যেই ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল আইভরি কোস্ট। গোলদুটি করেন গেলর গুয়েলর কঙ্গা এবং ডেনিস বুয়াঙ্গা। যদিও বিরতির ঠিক আগে জাঁ ফিলিপ ক্রাসোর গোল ১-২ করে আইভরি কোস্ট। ৮৪ মিনিটে ২-২ করেন এভান গেসাঁদ। এরপর সংযুক্ত সময়ে বাজুমানা তুরের গোলে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নেয় আইভরি কোস্ট। এদিকে, শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্টের শেষ ষোলো পর্ব। প্রথম দিনে সেনেগাল মুখোমুখি হবে সুদান। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে তিউনিশিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে মালি। রবিবার প্রথম ম্যাচে মরক্কোর প্রতিপক্ষ তানজানিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা মুখোমুখি হবে ক্যামেরুনের। সোমবার প্রথম ম্যাচে মহম্মদ সালাহর মিশর খেলবে বেনিনেক বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচে নাইজেরিয়ার প্রতিপক্ষ মোজাম্বিক। মঙ্গলবার প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে আলজিরিয়া ও ডিআর কঙ্গো। দ্বিতীয় ম্যাচে আইভরি কোস্ট মাঠে নামবে বুরকিনা ফাসোর বিরুদ্ধে।

‘বদলা’ চান সাবালেঙ্কা

ব্রিসবেন, ১ জানুয়ারি : প্রচুর বিতর্ক হলেও দুবাইয়ে ‘ব্যাটল অফ সেক্সেস’ কিন্তু টেনিস দুনিয়ায় সাড়া ফেলেছে। কিন্তু র্যা ঙ্কিংয়ে ৬৭১-এ থাকা নিক কির্গিয়সের কাছে ৬-৩,৬-৩ সেটে হারের ব্যাপারটা মানতে পারছেন না মেয়েদের টেনিসের এক নম্বর আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। ব্রিসবেনে রবিবার তিনি রি-ম্যাচের আবেদন জানিয়েছেন। যাতে কির্গিয়সকে হারিয়ে বদলা নিতে পারেন।

দুবাইয়ের সেই ম্যাচে সাবালেঙ্কাকে সুবিধা দিতে তাঁর দিকের কোর্ট ৯ শতাংশ ছোট করা হয়েছিল। যাতে কির্গিয়সের গতি ও শক্তিকে কিছুটা কমানো যায়। তাছাড়া দুজনকে একটি করে সার্ভিস দেওয়া হয়েছিল। ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালের প্রস্তুতিতে নেমে সাবালেঙ্কা বলেন, আবার এমন ম্যাচ খেলতে চাই। আমি মাঝপথে ছেড়ে যাওয়ার লোক নই। আমি বদলা নিতে চাই। কিন্তু এক্ষেত্রে সাবালেঙ্কার কিছু শর্ত আছে। যেমন

ব্যাটল অফ সেক্সেস

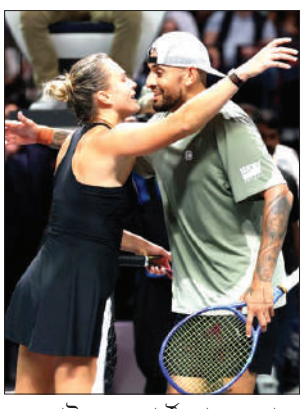

ফুল সাইজের কোর্টে খেলতে চান। আর দুটি করে সার্ভিস চান। যার অর্থ, আবার এমন ম্যাচ হলে সেটা অন্য ফর্ম্যাটে হতে হবে। কারণ আগের ম্যাচে নামার আগে তিনি বোঝেননি যে তাঁকে কোর্টে কিছুটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তাই তিনি চান স্বাভাবিক মাপের কোর্ট ও দুটি করে সার্ভিস। এরপর সাবালেঙ্কা যোগ করেন, আমি সবসময় মনে করেছি যে হারলে অনেক কিছু শেখা যায়। আমিও শিখেছি। তাই আবার বদলা নিতে এমন ম্যাচ খেলতে চাই।

১৯৭৩-এ এমনই এক ‘ব্যাটল অফ সেক্সেস’-এর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলেন মেয়েদের তখনকার এক নম্বর তারকা বিলি জিন কিং ও ৫৫ বছরের ববি গিগস। হাউস্টনের সেই ম্যাচে গিগস ৬-৪,৬-৩, ৬-৩-এ জিতেছিলেন। সাবালেঙ্কা-কির্গিয়সের ম্যাচ নিয়ে অনেকে অবশ্য বলেছেন এটা টাকা রোজগারের আর একটা উপায়। আবার কেউ কেউ দাবি করেছেন এতে মেয়েদের টেনিসেরই মান বাড়বে। সাবালেঙ্কা অবশ্য এরকম ম্যাচ আরও চান। যাতে টেনিসের আকর্ষণ বাড়ে। মজাও হয়। কির্গিয়স এখন টেনিসে সেভাবে না থাকায় র্যা ঙ্কিংয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছেন। সাবালেঙ্কা তবু বলেছেন, আমি যে ওকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছিলাম, ক্লান্ত করেছিলাম এটাই অনেক। এই ম্যাচ আমার জন্য এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা।

ফিডের বিরুদ্ধে কোর্টে ক্রামনিক

বার্ন, ১ জানুয়ারি : ফিডের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন ভ্লাদিমির ক্রামনিক। সুইজারল্যান্ডের দেওয়ানি আদালতে এই মামলা করেছেন তিনি। আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার ড্যানিয়েল নারোডস্কির আকস্মিক মৃত্যুর কিছুদিন আগেই তাঁর বিরুদ্ধে ধোঁকা দিয়ে জেতার অভিযোগ আনেন ক্রামনিক। তদন্ত হয় প্রতারণা করে খেলোয়াড়দের হেনস্থার অভিযোগ নিয়েও। যদিও অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। ক্রামনিক এই ব্যাপারে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ক্রমাগত অন্য দাবাড়ু এবং ফিডের আক্রমণের মুখে পড়ায় আদালতে যেতে বাধ্য হয়েছি। ফিডের সিইও এমিল সুটোস্কি বলেছেন, নারোডস্কির বিরুদ্ধে ক্রামনিকের অভিযোগ ‘ভয়ঙ্কর এবং লজ্জাজনক’। ২৯ বছর বয়সি নারোডস্কির মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে নিজের লাইভস্ট্রিমে তিনি জানিয়েছিলেন, ক্রামনিকের অভিযোগে তিনি মানসিক চাপে পড়ে গিয়েছিলেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

2 January, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার

স্রেফ ৮ মিনিটে উড়ে গেল ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম একদিনের ম্যাচের টিকিট। ১১ জানুয়ারি এই ম্যাচ হবে বরোদায়

নববর্ষে নতুন শপথ স্মৃতিদের

মহাকেলশ্বর মন্দিরে শেফালিরা।

উজ্জয়িনী : ফেলে আসা বছরে বিশ্বকাপ জিতেছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। বছর শেষে সদ্য শ্রীলঙ্কাকে দেশের মাটিতে টি-২০ সিরিজে চুনকাম করেছে ভারতের মেয়েরা। নতুন বছরের প্রথম দিনে বিশ্বজয়ী দলের কয়েকজন ক্রিকেটার যান উজ্জয়িনীর মহাকেলশ্বর মন্দিরে। সেখানে জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গিয়েছে স্মৃতি মান্ধানাদের। স্মৃতির সঙ্গে ছিলেন শেফালি ভার্মা, রেণুকা সিং, স্নেহ রানা, রাধা যাদব, অরুন্ধতী রেড্ডিরা। মন্দিরে ভস্ম আরতি করার পাশাপাশি প্রাঙ্গণে বসে প্রার্থনাও করেন ক্রিকেটাররা। এই বছরেই ইংল্যান্ডে রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। নতুন বছরের প্রথম দিন নতুন শপথ স্মৃতিদের।

ইস্তফা চেলসি কোচ মারেস্কার

লন্ডন : আশঙ্কাই সত্যি হল। নতুন বছরের প্রথম দিনেই চেলসি ম্যানেজারের দায়িত্ব ছাড়লেন এনজো মারেস্কা। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ১৮ মাসের কোচিংয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ এবং উয়েফা কনফারেন্স লিগে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন ইতালীয় কোচ। কিন্তু চলতি মরশুমে প্রিমিয়ার লিগের শেষ সাতটি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে জিতেছে চেলসি। লিগ শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে ১৫ পয়েন্ট পিছিয়ে পাঁচ নম্বরে ব্রুজ। এমন একটা পরিস্থিতিতে মারেস্কার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। অবশেষে নববর্ষের প্রথম দিনেই চেলসির সঙ্গে বিচ্ছেদ মারেস্কার।

আইএসএল অন্ধকারেই, পাল্টা শর্ত ক্লাব জোটের

প্রতিবেদন : নতুন বছরের প্রথম দিনেও আইএসএল সেই মহাজটেই। চাপের মুখে বুধবার জরুরি ভিত্তিতে ফেডারেশনের প্রস্তাবিত লিগে অংশগ্রহণের সম্মতি চেয়ে ক্লাবগুলিকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ক্লাবগুলি আইএসএলে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে কি না! বৃহস্পতিবার ১৩ ক্লাবের জোট চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল, তারা ফেডারেশনের প্রস্তাবে সম্মতি দিচ্ছে না। বরং পাল্টা শর্ত দিয়ে কল্যাণ চৌবেদের উপর আরও চাপ বাড়াল ক্লাবগুলি। প্রথম থেকেই ক্লাব জোট বলে আসছিল, স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদিভাবে লিগ আয়োজনের জন্য সবার আগে মার্কেটিং পার্টনার দরকার। সঙ্গে সম্প্রচার সংস্থা, স্বচ্ছ রোডম্যাপ, রেভিনিউ মডেল-সহ আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি আগে নিশ্চিত করতে হবে। সেগুলিই এদিন চিঠিতে ফের তুলে ধরল ক্লাব জোট। তবেই ফেডারেশনের প্রস্তাবিত লিগে অংশগ্রহণের সম্মতি দেবে তারা।

১৩ ক্লাবের জোটে জামশেদপুর নেই। তারা আগেই ফেডারেশনের লিগে খেলার সম্মতি দিয়েছিল। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান, মুম্বই, কেরল, চেন্নাই, নর্থইস্ট, ইস্টার কাশী-সহ বাকি ক্লাবেরা একজোট হয়ে এদিন চিঠি দিয়েছে। ক্লাব জোটের তরফে এআইএফএফ-কে চিঠি পাঠিয়েছেন স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির সিইও ধ্রুব সুদ। চিঠিতে লেখা হয়েছে, ক্লাবগুলি লিগে খেলতে চায়। কিন্তু কমার্শিয়াল পার্টনার চূড়ান্ত করতে হবে। অংশগ্রহণ বা পার্টিশিপেশন ফি দিয়ে ক্লাবগুলি খেলবে না লিগে। আর্থিক স্বচ্ছতার বিষয়টি আগে নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে চলতি সপ্তাহেই আবার ফেডারেশনের কমিটির সঙ্গে ফের আলোচনাতেও রাজি ক্লাবগুলি।

চিঠিতে ক্লাব জোট লিখেছে, এবারের মতো অন্তর্বর্তীকালীন বা স্বল্পমেয়াদি মরশুমের জন্য লিগ আয়োজনের বেশিরভাগ খরচই বহন করবে ফেডারেশন। ক্লাবগুলি শুধু তাদের নিজেদের দল সম্পর্কিত এবং ম্যাচ আয়োজন সংক্রান্ত ব্যয় বহন করবে। জাতীয় ক্রীড়ানীতি অনুযায়ী আর্থিক নিশ্চয়তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতার বিপরীতে গিয়ে আর্থিক দায় নেবে না ক্লাবগুলি। একইসঙ্গে জাতীয় ক্রীড়ানীতির অধীনেই ২০২৫-২৬ মরশুমের জন্য ক্লাবগুলি কোনও অংশগ্রহণ ফি দিয়ে লিগে অংশগ্রহণ করতে চায় না।

লিগের বাণিজ্যিক স্বত্ব কাদের হাতে থাকবে, ম্যাচগুলি কোন সম্প্রচার সংস্থা দেখাবে, রেভিনিউ মডেল কী হবে, ফেডারেশনের অবদান কতটুকু থাকবে, সরকারি সহায়তার মতো বিষয়গুলিও চিঠিতে তুলে ধরেছে ক্লাব জোট। ৩-৪ কোটি টাকা খরচ করে লিগে খেলতে রাজি নয় ক্লাবগুলি। তাই আইএসএলের ভবিষ্যৎ ঝুলেই থাকল। এই সংকটে কেরল ব্লাস্টার্স তাদের সেরা বিদেশি আদ্রিয়ান লুনাকে লোনে ছেড়ে দিল বিদেশের ক্লাবে।

মেসির অবসর চান না স্পেনের কোচ

মাদ্রিদ, ১ জানুয়ারি : ২০২৬ বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন কি না, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক প্রতিটি দিন ধরে নিজেকে যাচাই করে এগোচ্ছেন। তবে স্পেনের জাতীয় দলের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে মনে করেন, ফুটবল বিশ্বকে এখনই বিদায় জানানো উচিত নয় ৩৮ বছরের আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির। তাঁর মতে, উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হতে চলা এবারের বিশ্বকাপেও পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন লিও।

সম্প্রতি স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মেসি জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ সবসময় বিশেষ কিছু। তবে তিনি প্রতিটি দিন ধরে এগোতে চাইছেন। এমএলএস মরশুম ইউরোপের থেকে ভিন্ন হওয়ায় প্রস্তুতির বিষয়টিও নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন ইন্টার মায়ামির তারকা। জানিয়েছেন, নিজেকে একশো শতাংশ প্রস্তুত মনে না করলে বিশ্বকাপ খেলতে চান না।

স্প্যানিশ কোচ ফুয়েন্তে বলেছেন, মেসির মতো খেলোয়াড়দের কখনওই অবসর নেওয়া উচিত নয়। ঠিক যেমন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তারা অসাধারণ। বিশ্বকাপ হোক বা ফিনালিসিমা, মেসি এমন একজন খেলোয়াড় যে ম্যাচে একটি ছোট্ট মুহূর্তেই পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। লিওর কেরিয়ার এবং তার সামনে যা কিছু এখনও বাকি, তার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে।

বাংলা শিবিরে হঠাৎ সঞ্জু

প্রতিবেদন : শুক্রবার অনূর্ধ্ব ১৫ মেয়েদের জাতীয় ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে অভিযান শুরু করছে বাংলা। ত্রিবান্দ্রমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলার প্রতিপক্ষ বিহার। বৃহস্পতিবার ত্রিবান্দ্রমের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের মাঠে তারই প্রস্তুতি নিচ্ছিল বাংলার মেয়েরা। হঠাৎ করেই সেখানে হাজির হন সঞ্জু স্যামসন! টিম ইন্ডিয়ার তারকা ওই মাঠে প্র্যাকটিস করছিলেন। সঞ্জুকে পেয়ে আপ্লুত বাংলার ক্রিকেটাররা। আসন্ন টুর্নামেন্টের জন্য বাংলা দলকে শুভেচ্ছা জানান সঞ্জু। সবার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে উদ্দীপ্তও করেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের দলে রয়েছেন সঞ্জু। জায়গা করে নিয়েছেন টি-২০ বিশ্বকাপ দলেও।

আজ আত্মতুষ্টিই কাঁটা ইস্টবেঙ্গলের

টানা চতুর্থ জয়ের মহড়ায় মশাল গার্লস। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : মেয়েদের আই লিগে (আইডব্লুএল) জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে ইস্টবেঙ্গল। আগের ম্যাচে সেসা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৯ গোলের ঝড়ে চূর্ণ করার পর শুক্রবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে টানা চতুর্থ জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামছে ‘মশাল গার্লস’। প্রতিপক্ষ এবার শীর্ষে থাকা নিতা ফুটবল অ্যাকাডেমি। ওড়িশার প্রিমিয়ার লিগ জয়ী দলটি গত মরশুমেই আইডব্লুএল-টু চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূলপর্বে উঠেছে। এবার তারা লিগে এখনও পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের মতোই অপরাজিত। ৪ ম্যাচে তিনটি জয় এবং একটি ড্র করে ১০ পয়েন্ট নিয়ে সবার আগে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইস্টবেঙ্গলের সামনে কঠিন পরীক্ষা।

টানা খেলার ক্লান্তির মধ্যেও লিগের প্রথম তিন ম্যাচ জয়। আত্মতুষ্টিকে ভয় ইস্টবেঙ্গল কোচের। একইসঙ্গে চিন্তা প্রতিপক্ষ নিতার আক্রমণভাগ নিয়ে। ৪ ম্যাচে ১৩ গোল করেছে কটকের ক্লাবটি। গোল হজম করেছে মাত্র দু’টি। অ্যান্থনি বলেন, আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। ম্যাচ ধরে এগোতে চাই। প্রতিপক্ষের আক্রমণভাগ শক্তিশালী। ওরা ১৩ গোল করেছে। তাই আমাদের রক্ষণ জমাট রাখতে হবে। একইসঙ্গে ফাইনাল থার্ডেও আমাদের সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে হবে।

সুন্দরবনকে হারিয়ে চমক মেদিনীপুরের

ম্যাচের সেরা মেদিনীপুরের সায়ন।

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগে শীর্ষে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করল সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। বৃহস্পতিবার মেহতাব হোসেনের দল ক্যানিংয়ে ঘরের মাঠেই হেরে গেল মেদিনীপুর এফসি-র কাছে। শেষ তিনদিনের মধ্যে টানা দ্বিতীয় হার সুন্দরবনের। লিগ টেবলে দুই ম্যাচ আগেও লিগ শীর্ষে ছিল মেহতাবের দল। কিন্তু শেষ দুই ম্যাচে হেরে চাপে তারা। এদিন তাদের হারিয়ে চমক দিল মেদিনীপুর। ২-০ গোলে তারা হারাল সুন্দরবনকে। প্রথম পাঁচ ম্যাচ জয়হীন থাকার পর শেষ দুই ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলে লিগের লড়াইয়ে মেদিনীপুর।

এদিন শুরু থেকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে প্রথম গোল পেয়ে যায় মেদিনীপুর। সুদীপের গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে টান টান উত্তেজনার ম্যাচ হলেও ৮১ মিনিটে দ্বিতীয় গোল তুলে নিয়ে সুন্দরবনের ম্যাচে ফেরার আশায় জল ঢেলে দেয় মেদিনীপুর। গোলটি করেন কুশ। ম্যাচের সেরা সায়ন রায়।

মাঠে ময়দানে
2 January, 2026 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নতুন বছরের প্রথম দিনই বিগ ব্যাশে ম্যাচ জেতানো হাফ সেঞ্চুরি বাবর আজমের

চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন মার্টিন

কুইন্সল্যান্ড, ১ জানুয়ারি : ড্যামিয়েন মার্টিন সম্পর্কে আপডেট দিলেন সতীর্থ অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। তিনি জানিয়েছেন, হাসপাতালেই আছেন তিনি। তবে গত ২৪ ঘণ্টায় মার্টিন কিছুটা ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। যা শুনে ক্রিকেট বিশ্ব আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের সোনালি যুগের ক্রিকেটার ছিলেন অলরাউন্ডার মার্টিন। কিন্তু বক্সিং ডে-তে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে কুইন্সল্যান্ডের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে শেষমেশ মার্টিন কোমায় চলে যান। সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি আইসিইউতে রয়েছেন। গিলক্রিস্ট শুধু মার্টিনের সঙ্গে দীর্ঘসময় খেলেননি, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। তিনি মিডিয়াকে বলেছেন, মার্টিন

এখনও হাসপাতালে রয়েছে। ওর আরও কিছু পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসা বাকি। কিন্তু গত ২৪ ঘণ্টায় কিছু ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। এগুলে ওর যে পরীক্ষার রিপোর্ট এসেছে তার উপর ভিত্তি করে জানা গিয়েছে। মার্টিন একজন ভাল মানুষ ও কাছের সতীর্থ। অনেক মানুষের থেকে ওর জন্য প্রার্থনা ও ভালবাসা আসছে। আমার আশা এভাবেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে।

এর আগে, গত বুধবার গোল্ড কোস্ট হেলথ-এর এক মুখপাত্র বলেছিলেন, ড্যামিয়েন মার্টিন সিরিয়াস অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ৫৪ বছরের মার্টিন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৭টি টেস্ট ও ২০৮টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। তিনি ১৯৯২-এ অভিষেক হওয়ার পর ২০০৬-এ অবসর নেন। ক্রিকেট ইতিহাসে মার্টিনকে অন্যতম সেরা ফিনিশার বলা হয়।

সরফরাজ কেন ব্রাত্য, সোচ্চার বেঙ্গসরকার

মুম্বই, ১ জানুয়ারি : ঘরোয়া ক্রিকেটে ঝুড়ি ঝুড়ি রান করার পরেও কেন জাতীয় দলে ব্রাত্য সরফরাজ খান? প্রশ্ন দিলীপ বেঙ্গসরকারের। এক ধাপ এগিয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের দাবি, শুধু টেস্টেই নয়, দেশের হয়ে তিন ফরম্যাটেই খেলার যোগ্যতা সরফরাজের আছে।

বুধবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে গোয়ার বিরুদ্ধে ৭৫ বলে ১৫৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন সরফরাজ। তিনি যে স্রেফ লাল বলের ক্রিকেটার নন, সেই বার্তা জোরালোভাবে দিয়েছেন নির্বাচকদের। বেঙ্গসরকার বলছেন, জাতীয় দলে কেন সরফরাজকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছেও নেই। অথচ ও কিন্তু ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে চলেছে। এমনকী, ভারতের হয়ে খেলার সুযোগ পেলে কাজে লাগিয়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে ধর্মশালা টেস্টে দেবদূত পাড়িক্কলের সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্টনারশিপ গড়েছিল সরফরাজ। যা ভারতকে ওই টেস্ট জিততে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এর পরেই বাদ পড়ে যায়।

বেঙ্গসরকার আরও যোগ করেছেন, হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া সফরে ওকে দলে রাখা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু একটাও টেস্ট খেলার সুযোগ পায়নি। আমি বিশ্বাস করি, সরফরাজ ভারতের হয়ে তিন ফরম্যাটেই খেলার যোগ্যতা রাখে। এমন একটা প্রতিভাকে যেভাবে অবহেলা করা হচ্ছে, সেটা সত্যিই লজ্জার।

এদিকে, যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা, সেই সরফরাজ আবার স্বপ্ন দেখেন ভাই মুশির খানের সঙ্গে একই ম্যাচে সেঞ্চুরি করার। গোয়ার বিরুদ্ধে সরফরাজ ঝোড়ো সেঞ্চুরি হাঁকালেও, মুশির হাফ সেঞ্চুরি করেই আউট হয়েছিলেন।

কামিন্স, হ্যাজলউডকে রেখেই বিশ্বকাপের দল

মেলবোর্ন, ১ জানুয়ারি : যাবতীয় আশঙ্কা সরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার টি ২০ দলে থাকলেন প্যাট কামিন্স। আছেন জস হ্যাজলউড, টিম ডেভিডও। তিনজনই কমবেশি চোটের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু নির্বাচকরা ১৫ জনের প্রভিশনাল দলে তিনজনকে রেখেছেন। নির্বাচক চেয়ারম্যান জর্জ বেইলি আশা প্রকাশ করেছেন, এঁরা বিশ্বকাপের আগে ফিট হয়ে যাবেন।

দুবাইয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া ২০২১-এ একবারই টি ২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল। এবারের দলে সিনিয়রদের পাশাপাশি স্পিনের উপরেও জোর দিয়েছে।

মিচেল মার্শ দলকে নেতৃত্ব দেবেন। ভারতের বিরুদ্ধে আগের সিরিজে না খেলা অলরাউন্ডার কুপার কনোলি ও ক্যামেরন গ্রিনকেও দলে রাখা হয়েছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় খেলা হবে বলে স্পিনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। তাই অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে দলে রাখা হয়েছে ম্যাথু কুনেমানকে। সঙ্গে থাকবেন দুই পার্ট টাইম স্পিনার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও ম্যাথু শর্ট। বেইলি জানিয়েছেন, উপমহাদেশের উইকেটের কথা মাথায় রেখে তাঁরা স্পিন ফ্রেন্ডলি দল গড়েছেন। চোট নিয়ে বক্তব্য হল এটা প্রাথমিক দল। পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।

ঘোষিত দল : মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, প্যাট কামিন্স, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, টিম ডেভিড, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান এলিস, জস হ্যাজলউড, জস ইনগ্লিশ, ট্রাভিস হেড, ম্যাট কুনেমান, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস ও অ্যাডাম জাম্পা।

বিধ্বংসী ব্রেভিস ও রাদারফোর্ড, জয়ী সৌরভের দল

কেপটাউন, ১ জানুয়ারি : হেড কোচ হিসেবে শুরুটা সুখের হয়নি। প্রথম দুই ম্যাচ হারতে হয়। অবশেষে তৃতীয় ম্যাচে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস ৮৫ রানে হারাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কেপটাউনকে। সৌজন্যে দুই তারকা শেরফানে রাদারফোর্ড ও ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের বিধ্বংসী ব্যাটিং। নিউল্যান্ডস স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে প্রিটোরিয়া করে ৫ উইকেটে ২২০ রান। রাবাডা, ট্রেন্ট বোল্টদের সামলে সাই হোপ (৩০ বলে ৪৫) ও উইহান লুব্বে (৩৬ বলে ৬০) দলকে লড়াইয়ে রাখলেও শেষ লগ্নে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন রাদারফোর্ড ও ব্রেভিস। দু'জনের অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে মাত্র ২৭ বলে ৮৬ রান ওঠে। তার মধ্যে শেষ তিন ওভারেই দু'জনের ব্যাটিং তাণ্ডবে ওঠে ৭২ রান। একটা পর্যায়ে দুই তারকা মিলে টানা ছ'টি ছক্কা হাঁকান। ১৫ বলে ঝোড়ো ৪৭ রান রাদারফোর্ডের। মাত্র ১৩ বলে ৩৬ ব্রেভিসের।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৩৫ রানে অলআউট হয়ে যায় এমআই কেপটাউন। ব্যাটিংয়ের পর বল হাতেও ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা রাদারফোর্ড।

একদিনের ক্রিকেটকে রো-কোই রক্ষা করছে

অশ্বিনের দাবি

চেন্নাই, ১ জানুয়ারি : পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত রবিচন্দ্রন অশ্বিন। প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার মনে করেন, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি ২০২৭ বিশ্বকাপের পর অবসর নিলে, একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

২০২৭ বিশ্বকাপে রো-কো খেলবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন অবশ্য বলেছেন, ২০২৭ সালের পর একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমি জানি না কী হবে। বিজয় হাজারে ট্রফি আমি দেখেছি। তবে মানুষ যে উৎসাহ নিয়ে মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্ট দেখেছে, সেটা বিজয় হাজারের ম্যাচে দেখিনি।

অশ্বিন সাফ জানাচ্ছেন, রোহিত-বিরাটের মতো গ্রেটরা যতদিন খেলবেন, ততদিনই পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেট নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের উৎসাহ থাকবে। তাঁর বক্তব্য, রোহিত ও বিরাট খেলছে বলেই বিজয় হাজারে নিয়ে কিছুটা উৎসাহ রয়েছে। কোনও খেলোয়াড়ই খেলা থেকে বড় হতে পারে না। কিন্তু রোহিত ও বিরাট এই ফরম্যাটকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা তো আর আজীবন খেলবে না। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের পর অবসর নেবে। তখন কী হবে?

অশ্বিন আরও বলেছেন, টেস্ট ক্রিকেটে নির্দিষ্ট দর্শক রয়েছে। তাই লাল বলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। টি-২০ ফরম্যাটও দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমস্যায় পড়েছে একদিনের ক্রিকেট। তাঁর সংযোজন, এই ফরম্যাট এমএস ধোনির মতো ক্রিকেটারের জন্ম দিয়েছে। ধোনি শুরুতে খুচরো রানের জোর দিত। শেষ দিকে হাত খুলে বোলারদের পেটাতো। কিন্তু এখন আর ধোনির মতো ক্রিকেটার দেখা যায় না। এর কারণ, দুটো নতুন বলে খেলা হচ্ছে।

অশ্বিনের সংযোজন, এখন তো প্রায় প্রতি বছরই বিশ্বকাপ হচ্ছে। আইসিসি লাভের জন্য এটা করছে। কিন্তু তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আইসিসির উচিত ফিফার মতো চার বছর অন্তর অন্তর বিশ্বকাপের আয়োজন করা। চার বছরের ব্যবধানে হয় বলেই ফুটবল বিশ্বকাপ দেখতে গোটা বিশ্ব মুখিয়ে থাকে। ক্রিকেটেও এটা হলে, দর্শকদের আগ্রহ বাড়বে।

সিডনিতেই শেষ সুযোগ স্টোকস-ম্যাকালামদের

লন্ডন, ১ জানুয়ারি : বাজবলের সময় ঘনিয়ে এসেছে। মনে করছেন মাইকেল ভন। রবিবার সিডনিতে শুরু হচ্ছে চলতি অ্যাসেজের শেষ টেস্ট। ভনের দাবি, তাতেই শেষ সুযোগ বেন স্টোকস ও ব্রেন্ডন ম্যাকালামের। শেষ টেস্টে ভাল ফল করতে না পারলে ম্যাকালাম বা স্টোকসের মধ্যে একজনকে সরিয়ে দেবে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

বলে দিলেন ভন

প্রথম তিনটে ম্যাচ হারের পর, বক্সিং ডে টেস্ট জিতে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়িয়েছেন স্টোকসরা। যদিও ভন জানাচ্ছেন, ওই জয় অনেকটা লটারি পাওয়ার মতোই ঘটনা। কারণ মাত্র দু'দিনে শেষ হওয়া ম্যাচ কখনও প্রকৃত টেস্ট হতে পারে না। সিডনিতে স্টোকস-ম্যাকালাম জুটিকে প্রমাণ করতে হবে, তাঁরা ম্যাচ জিততে সক্ষম।

এক সাক্ষাৎকারে ভন বলেছেন, আমার ধারণা, সিডনি টেস্ট স্টোকস-ম্যাকালাম জুটির জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। মেলবোর্নের জয়কে আমি লটারি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছি না। টিম ম্যানেজমেন্টকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একটি সম্পূর্ণ টেস্ট জিতে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। আর সিডনিই শেষ সুযোগ। তিনি আরও বলেছেন, বাজ-বেনকে নিজেদের জায়গা ধরে রাখার জন্য আগামী সপ্তাহে সেরা ক্রিকেট খেলতে হবে। যদি সিডনি টেস্টে ভাল কিছু করতে না পারে, তাহলে কিন্তু এই জুটির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যাবে। ইসিবি সূত্রেও খবর, টি-২০ বিশ্বকাপের আগেই ম্যাকালামের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে।